

Millions Missing?

millionsmissingguide.org/bn/

1. যীশু, পরিত্রাণ ও আশা সম্পর্কে বাইবেলের উত্তর
2. Millions Missing?
3. সৃষ্টি থেকে ত্রুশ পর্যন্ত কাহিনি
4. ঈশ্বর যদি এত প্রেমময় হন, তবে তিনি কেন জগতে মন্দ ঘটতে দেন?
5. যীশু খ্রীষ্ট কে?
6. পাপ কী?
7. আমার কেন যীশুকে দরকার?
8. যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়া — কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন
9. কীভাবে প্রার্থনা করবেন
10. বিশ্বাস কী?
11. খ্রীষ্টান হওয়ার পর কী হয়?
12. শয়তান ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম বোঝা
13. লক্ষ লক্ষ মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলে — কী ঘটে থাকতে পারে?
14. বাইবেল অনুসারে স্বর্গ কেমন?
15. বাইবেলের ভাববাণী — প্রকাশিত বাক্য এবং এরপর কী আসছে
16. ভয়, দুশ্চিন্তা ও উৎসাহের জন্য বাইবেলের পদ
17. যখন আপনি ভীত, কোনো ক্ষতির পর ব্যথিত, বা একা
18. টিকে থাকা ও জরুরি পরিকল্পনা
19. জরুরি পরিকল্পনা ও টিকে থাকা

প্রিয় বন্ধু,

আপনি যদি এটি পড়ছেন, আমি চাই আপনি জানুন যে এই ওয়েবসাইট আপনার জন্য ভালোবাসা দিয়ে তৈরি। আমি হয়তো আপনার নাম বা আপনার কাহিনি কখনো জানব না, কিন্তু আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করেছি। আপনি হয়তো ভীত, বিভ্রান্ত, ব্যথিত, বা উত্তর খুঁজছেন। আপনি হয়তো ঈশ্বর বা বাইবেল সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন না। কোনো সমস্যা নেই। আজই সবকিছু বুঝতে হবে না। আপনাকে নিখুঁত হতে হবে না। ভান করতে হবে না যে আপনি ভয় পাচ্ছেন না।

আমার প্রার্থনা, এই পাতাগুলো আপনাকে সত্য, আশা ও শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে বেশি আমি প্রার্থনা করি, এগুলো আপনাকে যীশুকে জানতে সাহায্য করবে। তিনি আপনাকে জানেন। আপনি যা পার করছেন তিনি তা দেখেন। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

দয়া করে সময় নিন। পড়ুন। প্রশ্ন করুন। যা শিখছেন তা নিয়ে ভাবুন। ঈশ্বর আপনাকে তাঁকে বিশ্বাস করতে জোর করেন না। সিদ্ধান্ত আপনার। আমার আশা শুধু এই যে আপনি যীশুকে একটি সুযোগ দেবেন এবং নিজে জানবেন তিনি কে।

আপনার জন্য আমার প্রার্থনা

প্রিয় যীশু, এই কথাগুলো যিনি পড়ছেন তাঁর কাছাকাছি থাক। তিনি যদি ভীত হন, তাঁকে শান্তি দাও। তিনি যদি বিভ্রান্ত হন, বুঝতে সাহায্য কর। তিনি যদি ব্যথিত হন, সান্ত্বনা দাও। তিনি যদি একা বোধ করেন, মনে করিয়ে দাও যে তুমি তাঁকে দেখ এবং তাঁর যত্ন নাও।

তিনি যখন পড়ছেন, অনুগ্রহ করে তাঁকে পথ দেখাও। কী সত্য তা জানতে তাঁকে সাহায্য কর। তুমি তাঁকে কতটা ভালোবাস তা বুঝতে সাহায্য কর। আজকের জন্য সাহস এবং আগামীকালের জন্য আশা দাও। সবচেয়ে বেশি আমি প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে জানতে, তোমার উপর ভরসা করতে, এবং তুমি বিনামূল্যে যে পরিত্রাণের দান দাও তা গ্রহণ করতে পারেন।

তাঁকে রক্ষা কর। একটি একটি ধাপে তাঁকে চালাও। তিনি যেন জানেন তিনি গভীরভাবে প্রিয়।

যীশুর নামে, আমেন।

ভালোবাসা ও প্রার্থনাসহ এমন একজনের কাছ থেকে, যে আশা করেছিল এই বার্তা আপনার কাছে পৌঁছাবে।

যীশু, পরিত্রাণ ও আশা সম্পর্কে বাইবেলের উত্তর

আপনি যদি ভীত, বিভ্রান্ত, কী ঘটেছে ভাবছেন, যীশুকে বোঝার চেষ্টা করছেন, বা শুধু আশা খুঁজছেন, একবারে সবকিছু পড়তে হবে না। যে প্রশ্নটি আপনাকে এখানে এনেছে সেটি বেছে নিন।

বেছে নেওয়ার জন্য আপনি স্বাধীন

এই ওয়েবসাইট সাহায্য করার জন্য, আপনাকে চাপ দেওয়ার জন্য নয়। ঈশ্বর আপনাকে বিশ্বাস করতে জোর করেন না। যীশু আপনাকে তাঁর কাছে আসতে আমন্ত্রণ জানান। আপনি পড়তে, প্রশ্ন করতে, ভাবতে, প্রার্থনা করতে এবং কী বিশ্বাস করবেন তা বেছে নিতে স্বাধীন। আপনি যদি যীশুকে বেছে নেন, তা হোক এই কারণে যে আপনি সত্যিই তাঁকে জানতে ও বিশ্বাস করতে চান।

আপনি যদি আগে মাত্র একটি জিনিস পড়েন

যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে ভালোবাসেন। তাঁর কাছে আসার আগে আপনার জীবন পরিষ্কার করতে বা পুরো বাইবেল বুঝতে হবে না।

যীশুর সঙ্গে পরিচয়এখান থেকে শুরু

বাইবেলে নতুন?

পুরো কাহিনি দিয়ে শুরু করুন

ঈশ্বর, সৃষ্টি, শয়তান, পাপ, যীশু, ত্রুশ এবং পরিত্রাণ পাওয়া কীভাবে একসঙ্গে মেলে তা ভাবছেন? এখান থেকে শুরু করুন। আমরা কাহিনিটি পরপর ব্যাখ্যা করি এবং পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা ও ত্রিত্বের একটি অতি সহজ ব্যাখ্যা দিই।

সৃষ্টি → শয়তান → পাপ → যীশু → ত্রুশ → পরিত্রাণ পাওয়া

এখনই উৎসাহ বা বাইবেলের পদ দরকার?

আপনি যদি ভীত, উদ্বিগ্ন, একা, ব্যথিত, ঘুমাতে অক্ষম, বা শুধু শান্তি চান, তাহলে এমন মুহূর্তের জন্য বাছাই করা বাইবেলের পদের একটি পাতায় সরাসরি যেতে পারেন।

উৎসাহ ও বাইবেলের পদ →

কোথা থেকে শুরু করবেন বেছে নিন

কী ঘটেছে?

মানুষ নিখোঁজ হয়ে থাকলে এবং আপনি রেপচার (উত্থান) ও বাইবেলের ভাববাণী সম্পর্কে উত্তর খুঁজলে এখান থেকে শুরু করুন।

কী ঘটেছে? →

ঈশ্বর যদি প্রেমময় হন, তবে মন্দ কেন আছে?

কঠিন প্রশ্নের জন্য কোমল উত্তর প্রাপ্য। স্বাধীন পছন্দ, ভাঙা জগৎ, কষ্ট, যীশু এবং মন্দের অবসান ঘটানোর ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা জানুন।

ঈশ্বর কেন মন্দ ঘটতে দেন? →

যীশুর সঙ্গে পরিচয়

যীশু খ্রীষ্ট কে? তাঁর ভালোবাসা, তাঁর জীবন, ক্রুশ এবং মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে জানুন।

যীশুর সঙ্গে পরিচয় →

পাপ কী?

পাপ শব্দটি যদি কঠোর বা বিভ্রান্তিকর মনে হয়, তাহলে প্রতিদিনের সহজ উদাহরণসহ এর অর্থ জানুন।

পাপ মানে কী? →

আমার কেন যীশুকে দরকার?

বুঝুন পাপ কেন আমাদের ঈশ্বর থেকে আলাদা করে, যীশু কেন আমাদের স্থান নিলেন, এবং তাঁর মৃত্যু ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান কেন গুরুত্বপূর্ণ।

যীশু কেন? →

আমি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি?

পরিত্রাণ ঈশ্বরের দান। ক্ষমা, যীশুতে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা জানুন।

কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন →

আমি কীভাবে প্রার্থনা করব?

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা। আমরা কার কাছে প্রার্থনা করি, কেন যীশুর নামে প্রার্থনা করি, এবং প্রার্থনা কতটা সহজ হতে পারে তা জানুন।

কীভাবে প্রার্থনা করবেন →

বিশ্বাস কী?

বিশ্বাস হলো পরে কী হবে দেখতে না পেলেও যীশুর উপর ভরসা করা।

বিশ্বাস কী? →

আমি এইমাত্র খ্রীষ্টান হয়েছি। এখন কী?

প্রার্থনা, বাইবেল পড়া, বৃদ্ধি, ক্ষমা, অন্য খ্রীষ্টানদের সঙ্গে থাকা এবং যীশুকে অনুসরণ করার সহজ পরবর্তী ধাপ।

এরপর কী হয়? →

আত্মিক মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম

শয়তান, প্রলোভন, দোষারোপ এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা জানুন।

আত্মিক যুদ্ধ →

স্বর্গ ও অনন্তকাল

স্বর্গ, ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন, বিচার এবং যীশুতে আমাদের আশা সম্পর্কে বাইবেল কী বলে?

স্বর্গ সম্পর্কে পড়ুন →

সান্ত্বনা ও উপাসনা

আপনি যদি ক্ষতির পর ব্যথিত, ভীত, একা বা ভারাক্রান্ত হন, শাস্ত্রবাক্য ও উৎসাহের জন্য এখানে আসুন।

সান্ত্বনা খুঁজুন →

টিকে থাকা ও জরুরি সাহায্য

বাস্তব টিকে থাকার উপায়, জরুরি পরিকল্পনা, খাবার, পানি, আশ্রয় এবং সংকটের তথ্য।

বাস্তব সাহায্য →

বাইবেল সম্পর্কে আরও সাহায্য

বাইবেলের ভাববাণী

এই সাইটের বাইবেলের ভাববাণী ও প্রকাশিত বাক্য বিষয়ক লেখা পড়ুন।

বাইবেলের ভাববাণী →

সম্পূর্ণ অফলাইন নির্দেশিকা

অফলাইনে পড়ার জন্য পুরো পাবলিক ওয়েবসাইট সংরক্ষণ বা প্রিন্ট করুন।

সম্পূর্ণ নির্দেশিকা ডাউনলোড করুন →

আপনার নিজের ভাষায় পড়ুন

ভাষা নির্বাচক ব্যবহার করে সাইটটিকে অনেক ভাষায় অনুবাদ করুন।

ভাষা সাহায্য →

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

যীশু কি আমাকে ভালোবাসেন?

হ্যাঁ। বাইবেল বলে ঈশ্বর জগৎকে ভালোবাসেন এবং আমাদের জন্য যীশুকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে আসার আগে আপনাকে নিখুঁত হতে হবে না।

আমি যা করেছি তার জন্য কি ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করতে পারেন?

হ্যাঁ। বাইবেল শেখায় যীশুর মাধ্যমে ক্ষমা দেওয়া হয়। আপনি সৎভাবে তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চাইতে পারেন।

আমি কীভাবে খ্রীষ্টান হব?

যীশু খ্রীষ্টের উপর ভরসা করুন। বিশ্বাস করুন তিনি আপনার পাপের জন্য মরেছেন ও আবার উঠেছেন। তাঁকে বলুন আপনাকে ক্ষমা করতে, রক্ষা করতে এবং আপনার জীবন চালাতে।

বাইবেল সম্পর্কে যদি আমি প্রায় কিছুই না জানি?

কোনো সমস্যা নেই। একবারে একটি প্রশ্ন নিয়ে শুরু করুন। এই নির্দেশিকা সহজ শব্দ ব্যবহার করে এবং চলতে চলতে বাইবেলের ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করে।

আজই সবকিছু বুঝতে হবে না।

একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন। একটি পাতা পড়ুন। একটি সহজ প্রার্থনা করুন। যীশু আপনাকে তাঁর কাছে আসার আগে বিশেষজ্ঞ হতে বলছেন না।

যীশুর সঙ্গে পরিচয়কীভাবে প্রার্থনা করবেন

মানুষ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে, এখান থেকে শুরু করুন।

Millions Missing?

আপনি যদি ভীত বা বিভ্রান্ত হন, একবারে সবকিছু বুঝতে হবে না। এই নির্দেশিকা ভালোবাসা দিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে। এক এক করে নিন।

কী ঘটে থাকতে পারে? যীশুর সঙ্গে পরিচয় এখন আমার কী করা উচিত?

আপনি যদি বাইবেলে নতুন হন

প্রতিটি বিষয় বোঝার চেষ্টার আগে বড় ছবি দিয়ে শুরু করুন। আমাদের সৃষ্টি-থেকে-ত্রুশ পাতা ঈশ্বর, ত্রিত্ব, সৃষ্টি, শয়তান, মানুষের পতন, পাপ, যীশু, ত্রুশ, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান এবং পরিত্রাণ পাওয়া পরপর ব্যাখ্যা করে।

সৃষ্টি থেকে ত্রুশ পর্যন্ত কাহিনি পড়ুন →

আপনার জন্য একটি ব্যক্তিগত বার্তা

আপনি যদি এটি পড়ছেন, দয়া করে জানুন যে এটি ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

আমি হয়তো আপনার নাম বা আপনার কাহিনি কখনো জানতে পারিনি, কিন্তু একদিন যে মানুষ এই কথাগুলো খুঁজে পেয়ে পড়বে, আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করেছি। আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করেছি।

আমি প্রার্থনা করেছি যেন ঈশ্বর কী ঘটেছে তা বুঝতে আপনাকে সাহায্য করেন, আপনাকে রক্ষা করেন, সুবিবেচনা দেন, ভয় পেলে সাহায্য দেন, আর সবচেয়ে বেশি, যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে কতটা গভীরভাবে ভালোবাসেন তা জানতে সাহায্য করেন।

দয়া করে এটিকে এমন একজনের চিঠি হিসেবে পড়ুন যে আপনার জন্য এতটাই যত্ন নিয়েছিল যে সাহায্য করতে পারে এমন সবকিছু রেখে গেছে। আপনি হয়তো ভীত, রাগান্বিত, বিভ্রান্ত, কোনো ক্ষতির পর ব্যথিত, বা কী বিশ্বাস করবেন তা নিয়ে অনিশ্চিত। আজই সবকিছু বুঝতে হবে না। যীশু দিয়ে শুরু করুন এবং এক এক ধাপ করে এগোন।

আমার সবচেয়ে বড় আশা শুধু এটি নয় যে এই নির্দেশিকা কঠিন দিনগুলো পার করতে আপনাকে সাহায্য করবে। আমার সবচেয়ে বড় আশা হলো আপনি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস রাখবেন, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে একদিন স্বর্গে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সেই দিন এলে আমি আশা করি আপনি আমাকে খুঁজে বলবেন যে আপনি এটি পড়েছিলেন। সে কত চমৎকার সাক্ষাৎ হবে।

আপনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। আপনি প্রিয়। আর এখনও আশা আছে।

এখন আমি কী করব? আপনার যা দরকার তা খুঁজে নিন

কী ঘটেছে?

রেপচার (উত্থান), মহাক্লেশ, শিশু ও প্রিয়জন।

এখান থেকে শুরু →

যীশুর সঙ্গে পরিচয়

সেই বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হন, যাঁকে আমি সবচেয়ে বেশি চাই আপনি জানুন।

তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন →

কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন

যোহন ৩:১৬, রোমীয় ১০:৯, ত্রুশ এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান।

এটি পড়ুন →

স্বর্গ ও অনন্তকাল

সোনা, সুন্দর পাথর, জীবন-নদী, ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং যীশুর সতর্কবাণী।

আরও জানুন →

প্রকাশিত বাক্য ও দানিয়েল

বাইবেলের ভাববাণীর একটি সহজ নির্দেশিকা।

বাইবেলের ভাববাণী বুঝুন →

উৎসাহ ও বাইবেলের পদ

ভয়, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, একাকিত্ব, শোক, নিঃশ্বাস রাত, শান্তি, শক্তি এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা মনে করার জন্য বাইবেলের পদ।

উৎসাহের পদগুলো পড়ুন →

সান্ত্বনা ও উপাসনা

ভয়, ক্ষতির পরের দুঃখ ও একাকিত্বের জন্য শাস্ত্রবাক্য ও গান।

সান্ত্বনা খুঁজুন →

বাস্তব সাহায্য

জরুরি পদক্ষেপ, খাবার, সরবরাহ এবং দীর্ঘ জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি।

বাস্তব সাহায্য নিন →

অফলাইন লাইব্রেরি

বিনামূল্যে KJV (ইংরেজি) বাইবেল, ছাপার উপযোগী নির্দেশিকা এবং USB ড্রাইভের পরামর্শ।

সাহায্য ডাউনলোড করুন →

একটি শেষ কথা যা আমি আশা করি আপনি মনে রাখবেন

এই নির্দেশিকা বন্ধ করার আগে, আমি চাই আপনি খুব ব্যক্তিগত একটি কথা মনে রাখুন: এই পাতা খোলার আগেই কেউ আপনার জন্য প্রার্থনা করেছে।

আমি এমন প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছি যে একদিন এই কথাগুলো পড়তে পারে। আমি প্রার্থনা করেছি ঈশ্বর যেন আপনাকে রক্ষা করেন, বোধ দেন, কী সত্য তা জানতে সাহায্য করেন, ক্ষতির পরের দুঃখে সান্ত্বনা দেন, এবং যীশু খ্রীষ্টের কাছে চালান।

আপনি এটি পড়ার সময় কোথায় আছেন, কী পার করেছেন, বা আগামীকাল কী নিয়ে আসবে, তা আমি জানি না। কিন্তু আপনার জন্য আমি কী আশা করি তা জানি।

আমি আশা করি একদিন স্বর্গে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আর যদি আমরা সেখানে দেখা করি, তবে যে ভয় বা সমস্যা আপনাকে এই নির্দেশিকায় এনেছিল তার কিছুই আর গুরুত্বপূর্ণ হবে না। আমরা যীশুর সঙ্গে থাকব।

ততদিন এগিয়ে চলুন। তাঁর বাক্য পড়ুন। যীশুর সঙ্গে সৎভাবে কথা বলুন। তাঁর কাছে সুবিবেচনা চান। আপনার আশপাশের মানুষদের যত্ন নিন। আর যখন ভয় পান, মনে রাখুন এই পাতা খুঁজে পাওয়ার অনেক আগেই আপনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল।

আমি আশা করি আমি আপনাকে সেখানে দেখব।

কপি করুন। ছাপুন। শেয়ার করুন।

কৃতিত্ব উল্লেখ আবশ্যিক নয়। মানুষকে যীশু খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করা এবং শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই সামগ্রী কপি, ছাপা, সংরক্ষণ, অনুবাদ, সামঞ্জস্য ও শেয়ার করা যাবে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আপনি যে সংস্করণ সামঞ্জস্য করেন তা থেকে ব্যক্তিগত শনাক্তকারী তথ্য সরিয়ে দিন।

সম্পূর্ণ অফলাইন নির্দেশিকা ডাউনলোড করুনশুরুতে ফিরে যান

বাইবেল আপনার কাছে নতুন? এখান থেকে শুরু করুন।

সৃষ্টি থেকে ত্রুশ পর্যন্ত কাহিনি

বাইবেল যদি বিভ্রান্তিকর মনে হয়, তাহলে বড় ছবি দিয়ে শুরু করুন। এই পাতায় কাহিনিটি পরপর বলা হয়েছে: ঈশ্বর, সৃষ্টি, শয়তানের বিদ্রোহ, মানুষের পতন, পাপ, ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা, যীশু খ্রীষ্ট, ত্রুশ, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান এবং পরিত্রাণ পাওয়া।

ঈশ্বর দিয়ে শুরু করুন আমি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি?

১. ঈশ্বর কে? ত্রিত্বের একটি সহজ ব্যাখ্যা

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর একজন – তিনজন ঈশ্বর নন। বাইবেল একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা বলে প্রকাশ করে। খ্রীষ্টানরা সাধারণত একে বলেন ত্রিত্ব (এক ঈশ্বর: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা)।

ঈশ্বরকে জানতে বা যীশুর উপর ভরসা করতে হলে আগে ত্রিত্বকে পুরোপুরি বুঝতে হবে না। যারা বহু বছর ধরে যীশুকে অনুসরণ করছেন, তাঁরাও মানেন যে ঈশ্বর আমাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বড়।

মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায়:

ঈশ্বর একজনই।

পিতা ঈশ্বর।

পুত্র যীশু ঈশ্বর।

পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

পিতা পুত্র নন। পুত্র পবিত্র আত্মা নন। পবিত্র আত্মা পিতা নন। তবু ঈশ্বর কেবল একজনই।

“হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একমাত্র সদাপ্রভু।” – দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ (BOV)

বৈৎলেহমে জন্মের আগেও যীশু ছিলেন

বাইবেল যীশুকে “বাক্য” বলে এবং বলে যে তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং ঈশ্বরই ছিলেন। এও বলে যে সবকিছু তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। পরে সেই বাক্য মানুষ হয়ে আমাদের মধ্যে বাস করলেন।

“আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের নিকটে ছিলেন, এবং বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন।” – যোহন ১:১ (BOV)

“সকলই তাঁহার দ্বারা হইল, যাহা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।” – যোহন ১:৩ (BOV)

“আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন...” – যোহন ১:১৪ (BOV)

সৃষ্টির সময় পবিত্র আত্মা উপস্থিত ছিলেন

“আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।” – আদিপুস্তক ১:২ (BOV)

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার একটি স্পষ্ট চিত্র

যীশুর বাপ্তিস্মের সময় পুত্র যীশু জলে আছেন, পবিত্র আত্মা কপোতের মতো নেমে আসছেন, আর স্বর্গ থেকে পিতার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তাঁরা আলাদা, তবু শাস্ত্র শেখায় ঈশ্বর একজনই।

“আর দেখ, আকাশ হইতে এই বাণী হইল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।” - মথি ৩:১৭ (BOV)

তাই পরে যখন পড়বেন যে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন, যীশু তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, বা পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মধ্যে কাজ করেন, তখন আপনি তিনজন ভিন্ন ঈশ্বরের কথা পড়ছেন না। আপনি জানছেন সেই একমাত্র সত্য ঈশ্বরের কথা, যিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মারূপে প্রকাশিত।

২. ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন

“আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।” - আদিপুস্তক ১:১ (BOV)

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তক বর্ণনা করে, ঈশ্বর আলো, আকাশ, স্থল, সমুদ্র, গাছপালা, সূর্য ও চাঁদ, প্রাণী এবং মানুষ সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি সম্পূর্ণ হলে শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর তাঁর তৈরি সবকিছু দেখলেন এবং তা “অতি উত্তম” ছিল।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে মানুষ বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ বাইবেল বলে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর প্রতিমূর্তিতে। এর মানে এই নয় যে ঈশ্বরের মানুষের মতো শরীর আছে বা আমরা দেখতে তাঁর মতো। এর মানে তিনি আমাদের এমন বিশেষভাবে বানিয়েছেন যে আমাদের মধ্যে তাঁর স্বরূপের কিছু প্রতিফলিত হয়।

আমরা ভালোবাসতে, চিন্তা করতে, সৃষ্টি করতে, মনের কথা জানাতে, অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে, ঠিক-ভুল চিনতে, অন্যের যত্ন নিতে এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারি। প্রত্যেক মানুষের মূল্য আছে, কারণ প্রত্যেকেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে - বয়স, সক্ষমতা, পটভূমি বা পরিস্থিতি যা-ই হোক।

“পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন...” - আদিপুস্তক ১:২৭ (BOV)

৩. শয়তানের সঙ্গে কী ঘটেছিল?

বাইবেল আমাদের বলে, শয়তান বা দিয়াবল নামে একজন বাস্তব আত্মিক শত্রু আছে। তাকে সর্প, পরীক্ষক বা অভিযোগকারীও বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া - মানুষ মূল্যহীন বলে নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে মানুষ গভীরভাবে মূল্যবান বলে।

“আর সেই মহান নাগকে নিষ্কেপ করা হইল, সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল ও শয়তান বলে, সে সমুদয় জগতের ভ্রান্তি জন্মায়...” - প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ (BOV)

বাইবেল বলে, ঈশ্বরই শয়তানকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে ঈশ্বরের পথের বদলে নিজের পথ চেয়েছিল। বাইবেল এই বিদ্রোহের একটি দীর্ঘ, বিস্তারিত কাহিনি দেয় না, কেবল কিছু আভাস দেয়; তাই কিছু বিষয় নিশ্চিত করে বলা থেকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

শয়তান কেন মানুষকে ঘৃণা করে?

বাইবেলে এমন একটি পদ নেই যা সরাসরি বলে, “মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে শয়তান তাদের ঘৃণা করে।” কিন্তু বাইবেলের কাহিনিটি একসঙ্গে মেলালে অনেক খ্রীষ্টান একে এর কারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বোঝেন।

আপনাকে সেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, শয়তান যাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন, তাঁকে জানার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী, তাই যারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে এবং যাদের ঈশ্বর ভালোবাসেন, সে তাদেরও বিরুদ্ধে কাজ করে।

এর মানে এই নয় যে আপনি শয়তানকে ভয় পাবেন। **সে ঈশ্বরের সমকক্ষ নয়।** সে অন্য কোনো ঈশ্বর নয়। সে একজন সৃষ্ট প্রাণী, আর বাইবেল শেখায় যে তার চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত। তাকে বোঝার উদ্দেশ্য আপনাকে ভয় দেখানো নয়। উদ্দেশ্য হলো বুঝতে সাহায্য করা কেন বাইবেল প্রলোভন, মিথ্যা, আত্মিক আক্রমণ এবং ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনের কথা বলে।

অনেক খ্রীষ্টান শয়তানের সৌন্দর্য, অহংকার ও বিদ্রোহের চিত্রের জন্য **যিহিষ্কেল ২৮:১২-১৭** এবং **যিশাইয় ১৪:১২-১৫**-ও দেখেন। যিহিষ্কেল ২৮ সোরের রাজার উদ্দেশে বলা হয়েছিল, তাই এটি সরাসরি শয়তানকে কতটা বর্ণনা করে সে বিষয়ে খ্রীষ্টানদের মতভেদ আছে। তবু সেই ভাষায় এদন, একজন অভিষিক্ত করুব, অসাধারণ সৌন্দর্য এবং এমন একজন সৃষ্ট প্রাণীর কথা আছে যার মধ্যে পরে পাপ পাওয়া গিয়েছিল।

ইংরেজি KJV-তে যিহিষ্কেল ২৮:১৩ পদে **নয় রকম মূল্যবান পাথরের নাম** আছে। কিছু বাইবেল শিক্ষক এগুলোকে প্রকাশিত বাক্য ২১:১৯-২০ পদের **নূতন যিরূশালেমের বারোটি ভিত্তিপ্রস্তরের** সঙ্গে তুলনা করেন এবং এমন একটি সৃষ্ট প্রাণীর চিত্র দেখেন যে ঈশ্বরের গৌরবের অনুকরণ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। বাইবেল সরাসরি এই পাথর গোনার তুলনা করে না, আর প্রকাশিত বাক্যের বারোটি পাথর নূতন যিরূশালেমকে বর্ণনা করে, ঈশ্বর নিজেকে নয়। তাই এটিকে একটি সহায়ক চিত্র হিসেবে নেওয়া উচিত, বাইবেলের সরাসরি কথা হিসেবে নয়।

সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টি যিশাইয়ে পাওয়া যায়: **“আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।”** শয়তান এমন একটি স্থান চেয়েছিল যা ঈশ্বরের। কিন্তু ঈশ্বরই তাকে সৃষ্টি করেছেন। সে কখনো ঈশ্বর হতে পারত না, বা তাঁর সমান হতে পারত না।

“আমি মেঘমালার উচ্চস্থলী সকলের উপরে উঠিব, আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।” – যিশাইয় ১৪:১৪ (BOV)

৪. সর্প, আদম ও হবা এবং পতন

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় আমাদের বলে, সর্প হবাকে ঈশ্বরের কথায় সন্দেহ করতে এবং তাঁর অবাধ্য হতে প্রলুব্ধ করল। আদমও অবাধ্য হলেন। মানুষের কাহিনিতে পাপ প্রবেশ করল, আর তার পিছনে মৃত্যু এল।

“অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল...” – রোমীয় ৫:১২ (BOV)

এই কারণেই আমাদের জানা জগতে মৃত্যু, ব্যথা, প্রলোভন, ভাঙা সম্পর্ক, অবিচার এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ আছে। ঈশ্বরের ভালো সৃষ্টি সমস্যা ছিল না। বিদ্রোহ ও পাপ ভাঙন এনেছে।

৫. পাপ কী, এবং তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

পাপ কেবল কিছু ভয়াবহ অপরাধের তালিকা নয়। পাপ হলো ঈশ্বরের নিখুঁত মানদণ্ড থেকে পিছিয়ে পড়া এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া। এর মধ্যে এমন বিষয়ও আছে যেগুলোকে আমরা “ছোট” মনে করতে পারি, যেমন মিথ্যা বলা, চুরি, হিংসা, কামনা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, বা যা অন্যায় বলে জানি তা ইচ্ছা করে বেছে নেওয়া।

ক্ষমার প্রয়োজন হতে আপনাকে দশ আঙ্গুর প্রতিটি ভাঙতে হবে না। একটি পাপও দেখায় যে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। যাকোব বলেন, যে কেউ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করেও একটি বিষয়ে ভুল করে, সে ব্যবস্থা ভাঙার দোষে দোষী।

“কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে;” – রোমীয় ৩:২৩ (BOV)

“কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।” – যাকোব ২:১০ (BOV)

পাপ আমাদের পবিত্র ঈশ্বর থেকে আলাদা করে। যিশাইয় বলেন, “তোমাদের অপরাধই তোমাদের ও তোমাদের ঈশ্বরের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে।” আমরা কখনো পাপ করিনি এমন ভান করে, বা আমাদের ভালো কাজ সবকিছু মুছে দেবে এই আশা করে সেই সমস্যা মুছে ফেলতে পারি না।

“কিন্তু তোমাদের অপরাধই তোমাদের ও তোমাদের ঈশ্বরের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে...” – যিশাইয় ৫৯:২ (BOV)

পাপের আরও বিস্তারিত, সহজ ব্যাখ্যা পড়ুন →

৬. পাপের বেতন এবং ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা

“কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।” – রোমীয় ৬:২৩ (BOV)

বেতন হলো যা উপার্জন করা হয়। শাস্ত্র বলে, পাপ মৃত্যু উপার্জন করে, আর ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের দান। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় অগ্নিহ্রদকে “দ্বিতীয় মৃত্যু” বলে। বাইবেল চূড়ান্ত বিচারকে গুরুতর ও বাস্তব বলে তুলে ধরে।

কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে আশাহীন রেখে যাননি। শুরু থেকেই শাস্ত্র ঈশ্বরের উদ্ধারের দিকে ইঙ্গিত করে। খ্রীষ্টানরা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদকে সেই একজনের দিকে প্রথম প্রতিশ্রুতি বলে বোঝেন, যিনি শেষ পর্যন্ত সর্পকে পরাজিত করবেন। পুরাতন নিয়ম মশীহের জন্য পথ প্রস্তুত করতে থাকে।

আমাদের পাপের উত্তরে ঈশ্বরের কথা শুধু “আরও চেষ্টা কর” ছিল না। তাঁর উত্তর ছিল একজন ত্রাণকর্তা দেওয়া।

৭. ঈশ্বর যীশুকে পাঠালেন

যীশু খ্রীষ্ট, সেই অনন্ত পুত্র, তাঁর নিজের সৃষ্ট জগতে এলেন। ঐশ্বরিক থেকেও তিনি সত্যিই মানুষ হলেন। যে জীবন আমরা যাপন করতে পারিনি, তিনি তা যাপন করলেন – পাপ ছাড়া।

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন...” – যোহন ৩:১৬ (BOV)

“...কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে।” – ইব্রীয় ৪:১৫ (BOV)

যীশু শিক্ষা দিলেন, সুস্থ করলেন, করুণা দেখালেন, ভণ্ডামির মুখোমুখি হলেন, তাঁর কাছে আসা পাপীদের স্বাগত জানালেন, এবং পিতাকে প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি কেবল দৃষ্টান্ত হতে আসেননি। তিনি এসেছিলেন উদ্ধার করতে।

যীশুর সঙ্গে আরও বিস্তারিত পরিচিত হন →

৮. দ্রুশ কেন?

আমরা আমাদের পাপের ঋণ শোধ করতে পারতাম না এবং তবু ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবনে প্রবেশ করতে পারতাম না, তাই যীশু স্বেচ্ছায় আমাদের স্থান নিলেন। তিনি পাপ করেছিলেন বলে মরেননি। তিনি আমাদের জন্য মরলেন।

“কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপনার প্রেম প্রকাশ করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত মরিলেন।” – রোমীয় ৫:৮ (BOV)

“তিনি আমাদের পাপভার আপন দেহে বহন করিয়া দ্রুশে উঠিলেন...” – ১ পিতর ২:২৪ (BOV)

দ্রুশ সেই স্থান যেখানে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের দয়া মিলিত হয়। আমরা নিজেদের উপর থেকে যা সরাতে পারতাম না, যীশু তা নিজের উপর তুলে নিলেন।

পড়ুন: যীশুকে আমার কেন দরকার? →

৯. যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন

যীশু কবরে থাকার মধ্য দিয়ে কাহিনি শেষ হয়নি। নতুন নিয়ম ঘোষণা করে যে তিনি আবার উঠেছেন। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের উপর।

“...খ্রীষ্ট শাস্ত্রের বচন অনুসারে আমাদের পাপের নিমিত্ত মরিলেন, তিনি কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রের বচন অনুসারে তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন;” - ১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪ (BOV)

যীশু মৃত্যুকে জয় করেছেন। যিনি আপনাকে তাঁর উপর ভরসা করতে বলছেন, তিনি জীবিত।

১০. এর মানে আপনার জন্য কী?

আপনি ফিরে গিয়ে নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে পারবেন না। আপনাকে তা করতেও হবে না। আপনি নিজের জন্য যা কখনো পারতেন না, যীশু তা আগেই করেছেন। পরিত্রাণ পাওয়া হয় তাঁর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করে।

ঈশ্বর আপনাকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেন

ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসতে, ভরসা করতে বা অনুসরণ করতে তিনি জোর করেন না। বাইবেল জুড়ে ঈশ্বর মানুষকে তাঁর কাছে আসতে ডাকেন এবং কীভাবে সাড়া দেবে তা বেছে নিতে দেন।

যীশু আপনাকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি জোর করেন না। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, নিজে বাইবেল পড়তে পারেন, এবং কী বিশ্বাস করবেন তা ঠিক করতে পারেন। যে প্রার্থনা মন থেকে নয়, তা করতে কারও চাপ অনুভব করা উচিত নয়।

“হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।” - মথি ১১:২৮ (BOV)

লক্ষ্য করুন, যীশু বলছেন, “আমার নিকটে আইস।” এটি একটি আমন্ত্রণ। আপনি যদি যীশুর কাছে আসতে চান, সৎভাবে আসুন। আপনার নিখুঁত বোধ বা নিখুঁত বিশ্বাস থাকতে হবে না। আপনি শুধু বলতে পারেন, “যীশু, আমি তোমাকে জানতে চাই। আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য কর। আমাকে বুঝতে সাহায্য কর।”

“কারণ অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা, তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; আর ইহা তোমাদের নিজ হইতে নয়, ঈশ্বরেরই দান;” - ইফিসীয় ২:৮ (BOV)

“কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।” - রোমীয় ১০:৯ (BOV)

আগে নিখুঁত হতে হবে না। পুরো বাইবেল জানতে হবে না। আপনি সৎভাবে যীশুর কাছে আসতে পারেন, আপনার পাপ স্বীকার করতে পারেন, বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি মরেছেন ও আবার উঠেছেন, এবং তাঁকে আপনার ত্রাণকর্তা ও প্রভু বলে ভরসা করতে পারেন।

আমি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি? আমি কীভাবে প্রার্থনা করব? বিশ্বাস কী?

১১. কাহিনি চলতে থাকে

যীশুকে অনুসরণ করা শুরু, শেষ নয়। খ্রীষ্টানরা প্রার্থনা করতে, শাস্ত্র পড়তে, বিশ্বাসে বাড়তে, প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম পরতে শেখে। বাইবেল এও শেখায় যে শয়তানের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত এবং যীশু খ্রীষ্ট রাজত্ব করবেন।

খ্রীষ্টান হওয়ার পর কী হয়? →

শয়তান ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম সম্পর্কে জানুন →

স্বর্গ ও অনন্তকাল সম্পর্কে পড়ুন →

কঠিন প্রশ্নের জন্য কোমল উত্তর প্রাপ্য।

ঈশ্বর যদি এত প্রেমময় হন, তবে তিনি কেন জগতে মন্দ ঘটতে দেন?

আপনি যদি এই প্রশ্ন করে থাকেন কারণ আপনি আঘাত পেয়েছেন, কাউকে হারিয়েছেন, নিষ্ঠুরতা দেখেছেন, বা শুধু বুঝতে পারছেন না কেন একজন প্রেমময় ঈশ্বর কষ্ট ঘটতে দেন, তাহলে প্রশ্ন করে আপনি ভুল করছেন না। বাইবেল নিজেই প্রশ্ন নিয়ে ঈশ্বরের কাছে কেঁদে ওঠা মানুষে ভরা। এই পাতা ভান করবে না যে প্রতিটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সহজ ব্যাখ্যা আছে।

প্রথমত: ঈশ্বর মন্দকে ভালো বলেন না

বাইবেল শেখায় না যে ঈশ্বর কষ্ট, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, রোগ, মৃত্যু বা অবিচার উপভোগ করেন। ঈশ্বর পবিত্র ও ভালো। “ঈশ্বর নিশ্চয়ই এটাই চেয়েছিলেন” বলে মন্দকে ক্ষমা করা আমাদের উচিত নয়।

“ঈশ্বর জ্যোতিঃ, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই।” – ১ যোহন ১:৫ (BOV)

ঈশ্বর কিছু একটা কিছুকালের জন্য ঘটতে দেওয়া এবং তা অনুমোদন করার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। শাস্ত্র দেখায় ঈশ্বর মন্দের বিরোধিতা করেন, মন্দের বিচার করেন, ভগ্নহৃদয়দের সান্ত্বনা দেন এবং শেষ পর্যন্ত মন্দকে চিরতরে শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

১. ভালোবাসার মধ্যে প্রকৃত পছন্দ থাকে

ঈশ্বর মানুষকে অর্থপূর্ণ পছন্দ করতে সক্ষম করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এমন প্রাণী সৃষ্টি করতে পারতেন যারা বাধ্যতা ছাড়া আর কিছু বেছে নিতে পারত না, কিন্তু জোর করে আদায় করা বাধ্যতা আর স্বেচ্ছায় দেওয়া ভালোবাসা এক নয়।

এই স্বাধীনতার অর্থ মানুষ দয়া, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও ভালোবাসা বেছে নিতে পারে – কিন্তু স্বার্থপরতা, ঘৃণা, সহিংসতা, অসততা ও নিষ্ঠুরতাও বেছে নিতে পারে। আমাদের জগতের অনেক মন্দ আসে মানুষ নিজেদের স্বাধীনতা ব্যবহার করে একে অপরকে আঘাত করা থেকে।

“...তোমরা কাহার সেবা করিবে, তাহা অদ্য মনোনীত কর...” – যিহোশূয় ২৪:১৫ (BOV)

ঈশ্বর মানুষকে পছন্দের সুযোগ দেন মানে এই নয় যে তারা যে পছন্দ করে তার প্রতিটিই তিনি অনুমোদন করেন। তিনি আমাদের মন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন এবং যা ভালো তার দিকে ডাকেন।

২. ঈশ্বর জগৎকে যেভাবে মূলত সৃষ্টি করেছিলেন, এটি সেভাবে নেই

আদিপুস্তক ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালো বলে বর্ণনা করে। কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, মানুষের কাহিনিতে পাপ প্রবেশ করল, আর পাপের সঙ্গে এল ভাঙন ও মৃত্যু। বাইবেল সৃষ্টিকে নিজেই সেই ভাঙনের নিচে কষ্ট পাওয়া বলে বর্ণনা করে।

“কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একসঙ্গে আর্ন্তনাদ করিতেছে ও একসঙ্গে প্রসব-বেদনা ভোগ করিতেছে।” – রোমীয় ৮:২২ (BOV)

এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন কষ্ট শুধু ইচ্ছাকৃত মানবিক নির্ভুরতায় সীমাবদ্ধ নয়। আমরা রোগ, বিপর্যয়, বার্ষিক্য, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুও অনুভব করি এমন একটি জগতে, যা বাইবেল বলে আর তার মূল অভিন্ন অবস্থায় নেই।

৩. আত্মিক মন্দও আছে

বাইবেল শেখায় শয়তান ও অন্যান্য বিদ্রোহী আত্মিক সত্তা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং প্রতারণা ও ধ্বংস করতে চায়। শয়তান বাস্তব, কিন্তু সে ঈশ্বরের সমকক্ষ নয়। সে একজন সৃষ্ট সত্তা, সীমিত ক্ষমতার, এবং তার চূড়ান্ত বিচার শাস্ত্রে ইতিমধ্যেই ঘোষিত।

এর মানে এই নয় যে প্রতিটি খারাপ ঘটনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শয়তানকে দোষ দিতে হবে। বাইবেল আমাদের একটি বড় ছবি দেয়: মানুষের পছন্দ, একটি পতিত সৃষ্টি, আমাদের নিজেদের দুর্বলতা এবং আত্মিক আক্রমণ, সবই এই ভাঙা জগতের জীবনের অংশ হতে পারে।

শয়তান ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম সম্পর্কে আরও পড়ুন →

৪. কষ্ট প্রমাণ নয় যে ঈশ্বর আপনাকে শাস্তি দিচ্ছেন

ভয়াবহ কিছু ঘটলে ভাবতে ইচ্ছা করে, “ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন।” কিন্তু প্রতিটি বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে আমাদের সেই অনুমান করতে বাইবেল দেয় না।

ইয়োব ভয়ংকর কষ্ট পেয়েছিলেন, যদিও পুস্তকটি তাঁকে ধার্মিক মানুষ বলে বর্ণনা করে। যোহন ৯ অধ্যায়ে যীশু এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে একজন মানুষের অন্ধত্ব নিশ্চয়ই তার নিজের বা তার বাবা-মায়ের পাপের কারণে হয়েছে।

আপনি যদি ব্যথিত হন, নিজেকে দোষ দিয়ে শুরু করতে হবে না। আপনি আপনার প্রশ্ন, রাগ, ক্ষতির পরের দুঃখ ও বিভ্রান্তি সৎভাবে ঈশ্বরের কাছে আনতে পারেন।

৫. ঈশ্বর মন্দকে ভালো না বলেই মন্দ থেকে ভালো আনতে পারেন

বাইবেলে এমন অনেক কাহিনি আছে যেখানে মানুষ মন্দ উদ্দেশ্যে কিছু করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কাজ করে উদ্ধার, বৃদ্ধি বা এমন ভালো এনেছেন যা জড়িত মানুষ তখনও দেখতে পায়নি।

“তোমরা আমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল কল্পনা করিয়াছিলে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলার্থে কল্পনা করিলেন...” -
আদিপুস্তক ৫০:২০ (BOV)

“আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে...” - রোমীয় ৮:২৮ (BOV)

এর ফলে নির্যাতন, হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, রোগ বা বিয়োগান্ত ঘটনা “ভালো” হয়ে যায় না। এর মানে মন্দের শেষ কথা বলার অধিকার নেই। যেসব পরিস্থিতিকে ভালো বলে ভান করতে ঈশ্বর কখনো আমাদের বলেন না, সেগুলো থেকেও তিনি ভালো কিছু আনতে সক্ষম।

৬. ঈশ্বর মানুষের কষ্ট থেকে দূরে থাকেননি

খ্রীষ্টধর্ম আমাদের এমন এক ঈশ্বর দেয় না যিনি শুধু দূর থেকে ব্যথা দেখেন। যীশু এই ভাঙা জগতে প্রবেশ করেছেন। তিনি ক্ষুধা, প্রত্যাখ্যান, ক্ষতির পরের দুঃখ, বিশ্বাসঘাতকতা, শারীরিক ব্যথা, অবিচার ও মৃত্যু অনুভব করেছেন।

“যীশু রোদন করিলেন।” - যোহন ১১:৩৫ (BOV)

“কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপনার প্রেম প্রকাশ করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত মরিলেন।” - রোমীয় ৫:৮ (BOV)

দ্রুশে যীশু স্বেচ্ছায় মানুষের কষ্টে প্রবেশ করলেন এবং আমাদের পাপ নিজের উপর নিলেন। তাই আপনি যখন আপনার ব্যথা যীশুর কাছে আনেন, আপনি এমন কারও সঙ্গে কথা বলছেন না যিনি কষ্টের সঙ্গে অপরিচিত।

৭. ঈশ্বর কেন এখনই প্রতিটি মন্দ কাজ থামিয়ে দেন না?

প্রশ্নটির এটিই হয়তো সবচেয়ে কঠিন অংশ। বাইবেল শেখায় ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত মন্দের বিচার করবেন ও তা দূর করবেন, কিন্তু তিনি এখনও ইতিহাসকে চূড়ান্ত বিচারে আনেননি।

আপাতত ঈশ্বর মানুষকে তাঁর দিকে ফিরতে সময় দিয়ে চলেছেন। শাস্ত্র ঈশ্বরের ধৈর্যকে সংযুক্ত করে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যে মানুষ মন-পরিবর্তনে আসুক।

“প্রভু আপন প্রতিজ্ঞার বিষয়ে শিথিলতা করেন না... কিন্তু তোমাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু, কেহ যে বিনষ্ট হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়, কিন্তু সকলে যেন মন-পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।” - ২ পিতর ৩:৯ (BOV)

আমরা তবু জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন ঈশ্বর একটি পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন আর অন্যটিতে নীরব মনে হন। বাইবেল প্রতিটি আলাদা বিয়োগান্ত ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় না। বিশ্বাসের জন্য ভান করার দরকার নেই যে ঈশ্বর যা ব্যাখ্যা করেননি তা আমরা জানি।

৮. মন্দ চিরকাল থাকবে না

বাইবেলের কাহিনি জগৎ ভাঙা অবস্থায় থাকার মধ্য দিয়ে শেষ হয় না। শয়তানের চূড়ান্ত বিচার প্রকাশিত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে, এবং ঈশ্বর এমন একটি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেন যেখানে মৃত্যু, দুঃখ, কান্না ও ব্যথা নেই।

“আর তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছিল যে দিয়াবল, সে অগ্নিহুদে নিষ্কিপ্ত হইল...” - প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ (BOV)

“আর ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত অশ্রুজল মুছাইয়া দিবেন; আর মৃত্যু হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না...” - প্রকাশিত বাক্য ২১:৪ (BOV)

খ্রীষ্টীয় আশা এই নয় যে মন্দ কাল্পনিক। আশা হলো মন্দ সাময়িক এবং যীশু শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করবেন।

৯. আমি যদি তবুও না বুঝি?

আপনি প্রশ্ন করতে থাকার অনুমতি পেয়েছেন। বিশ্বাস মানে প্রশ্ন বন্ধ করে দেওয়া নয়। শাস্ত্রের কিছু সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ ঈশ্বরকে “কেন?” জিজ্ঞাসা করেছেন।

আপনি এতটা সহজ কিছু প্রার্থনা করতে পারেন:

“ঈশ্বর, তুমি কেন এটি ঘটতে দিলে আমি বুঝতে পারছি না। আমি ব্যথিত ও বিভ্রান্ত। তুমি যদি থাক, অনুগ্রহ করে তোমাকে জানতে আমাকে সাহায্য কর। পরের ধাপের জন্য যথেষ্ট আলো আমাকে দাও।”

ঈশ্বর আপনাকে বিশ্বাস করতে জোর করেন না। আপনি অনুসন্ধান করতে, শাস্ত্র পড়তে, প্রশ্ন করতে এবং যীশুর প্রতি কীভাবে সাড়া দেবেন তা ঠিক করতে পারেন। আমন্ত্রণ প্রকৃত, আপনার পছন্দও প্রকৃত।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

ঈশ্বর যদি প্রেমময় হন, তবে তিনি কেন কষ্ট ঘটতে দেন?

বাইবেল শেখায় আমাদের জগৎ পাপে ভেঙে গেছে এবং মানুষের প্রকৃত পছন্দের স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বর মন্দকে ভালো বলেন না, এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে মন্দ চিরকাল থাকবে না।

ঘটে যাওয়া প্রতিটি খারাপ ঘটনাই কি ঈশ্বরের শাস্তি?

না। বাইবেল শেখায় না যে প্রতিটি অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা বিয়োগান্ত ঘটনার অর্থ ঈশ্বর সেই মানুষটিকে শাস্তি দিচ্ছেন।

আমি যখন ব্যথা পাই, ঈশ্বর তখন কোথায়?

যীশু ব্যথা, শোক, বিশ্বাসঘাতকতা ও কষ্ট বোঝেন। কোনো ঘটনা কেন ঘটল তা না বুঝলেও আপনি আপনার ভয় ও ব্যথা তাঁর কাছে আনতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর

প্রেমময় ঈশ্বর কেন মন্দ ঘটতে দেন? বাইবেল উত্তরের কয়েকটি অংশ দেয়: ঈশ্বর মানুষকে প্রকৃত পছন্দের স্বাধীনতাসহ সৃষ্টি করেছেন; মানুষ একটি পতিত ও ভাঙা সৃষ্টিতে বাস করে; আত্মিক মন্দ আছে; ঈশ্বর ধৈর্যশীল এবং এখনও চূড়ান্ত বিচার আনেননি; তিনি ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকেও ভালো আনতে পারেন; এবং তিনি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজে আমাদের কষ্টে প্রবেশ করেছেন।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম বলে না যে এই জীবনে আমরা প্রতিটি বিয়োগান্ত ঘটনা বুঝতে পারব। এটি বলে ঈশ্বর ভালো, যীশু আমাদের কষ্টের মধ্যে এসেছেন, মন্দের বিচার হবে, এবং একদিন ঈশ্বর সবকিছু ঠিক করে দেবেন।

পুরো কাহিনি পড়ুন যীশুর সঙ্গে পরিচয় আমার সান্ত্বনা দরকার

যীশু কে, কেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ, বা তিনি সত্যিই আপনাকে ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে পারেন কি না, এসব নিয়ে প্রশ্ন থাকলে এখান থেকে শুরু করুন।

যীশু খ্রীষ্ট কে?

যীশু খ্রীষ্ট বাইবেলের কেন্দ্রে এবং এই নির্দেশিকার কেন্দ্রে। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে এসেছেন, তিনি মরে আবার উঠেছেন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন তাঁর মাধ্যমে দেওয়া হয়।

যীশুর সঙ্গে পরিচিত হন — শুধু ধর্ম নয়

যীশুর কাছে আসার আগে বাইবেলের প্রতিটি অংশ বুঝতে হবে না। আপনি শুরু করতে পারেন তিনি কে, তিনি কী শিখিয়েছেন, কী করেছেন, এবং খ্রীষ্টানরা কেন ক্ষমা, পরিত্রাণ, আশা ও ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবনের জন্য তাঁর উপর ভরসা করেন তা জেনে।

বাইবেল বলে, “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন...” — যোহন ৩:১৬ (BOV) ঈশ্বরের ভালোবাসা শুধু তাদের জন্য রাখা নয় যাদের সবকিছু আগে থেকেই গোছানো।

যীশু কি আমাকে ভালোবাসেন?

এই প্রশ্নই যদি আপনাকে এখানে এনে থাকে, তাহলে বাইবেলের বার্তা হলো ঈশ্বরের ভালোবাসা মানুষের ভাঙা অবস্থা, ভয়, অনুশোচনা ও প্রয়োজনের মধ্যেও পৌঁছায়। যীশু আপনাকে তাঁর কাছে আসার আগে নিখুঁত হতে বলেন না।

বাইবেল যাকে পাপ বলে তার মধ্যে আছে আমরা যে অন্যায় কাজ করি, যেভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভাঙি, এবং যেভাবে যা ঠিক তা থেকে পিছিয়ে পড়ি। দশ আজ্ঞা ঈশ্বরের মানদণ্ডের স্পষ্ট উদাহরণ দেয়। প্রত্যেক মানুষের অনুগ্রহ ও ক্ষমা দরকার।

যীশু কি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন?

হ্যাঁ। খ্রীষ্টীয় বার্তা হলো, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায়। আপনার অতীত আজ আপনাকে ঈশ্বরের দিকে ফেরা থেকে আটকে রাখতে হবে না। আপনি যীশুর সঙ্গে সৎভাবে কথা বলতে পারেন, যা অন্যায় তা স্বীকার করতে পারেন, ক্ষমা চাইতে পারেন, এবং তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারেন।

পড়ুন: কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন

যীশু ও স্বর্গ

যীশু বলেছেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার দ্বারা না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।” — যোহন ১৪:৬ (BOV) এই নির্দেশিকা যীশুর দিকে নির্দেশ করে, কারণ বাইবেল তাঁকে পিতার কাছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবনে যাওয়ার পথ হিসেবে তুলে ধরে।

স্বর্গ ও ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন সম্পর্কে বাইবেল কী বলে পড়ুন।

আপনি এখনই যীশুর সঙ্গে কথা বলতে পারেন

বিশেষ ধর্মীয় শব্দের দরকার নেই। আপনি কী বিশ্বাস করেন, কী ভয় পান, কীসের জন্য অনুতপ্ত এবং কী দরকার, সে সম্পর্কে তাঁকে সত্যি কথাটা বলতে পারেন।

আপনি যদি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে প্রস্তুত হন, তাহলে সহজ ব্যাখ্যা ও পরিত্রাণের প্রার্থনার জন্য পরিত্রাণ পান পাতায় যান।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

যীশু কে?

যীশু ঈশ্বরের পুত্র। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, পাপ ছাড়া জীবন যাপন করেছিলেন, আমাদের জন্য ক্রুশে মরেছিলেন, এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছিলেন।

আমি খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেও কি যীশু আমাকে ভালোবাসেন?

হ্যাঁ। যীশুর কাছে আসার আগে আপনাকে নিজেকে ঠিক করতে হবে না। তিনি আপনাকে সৎভাবে আসতে এবং তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান।

আমি কীভাবে যীশুকে জানা শুরু করতে পারি?

প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। বাইবেল তাঁর সম্পর্কে কী বলে তা পড়ুন। তিনি কে তা বুঝতে এবং আপনাকে পথ দেখাতে তাঁকে বলুন।

এরপর আমি কোথায় যাব?

মানুষ হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছে বলে বা আপনি রিপচার (উত্থান) বোঝার চেষ্টা করছেন বলে এখানে এসে থাকলে, কী ঘটেছে? পড়ুন। আপনি যদি ভীত বা সংকটে থাকেন, জরুরি নির্দেশিকা দেখুন। এই তথ্য অফলাইনে রাখতে চাইলে অফলাইন লাইব্রেরি দেখুন।

মণ্ডলীর কঠিন শব্দ ছাড়া একটি সহজ বাইবেলীয় ব্যাখ্যা।

পাপ কী?

এটি বুঝতে আপনাকে মণ্ডলীর শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে না। পাপ আমাদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করে, আর বাইবেলের বার্তা এই নয় যে আপনি বিশেষভাবে খারাপ। বার্তা হলো প্রত্যেক মানুষের একই ত্রাণকর্তা দরকার।

“পাপ” বলতে বাইবেল কী বোঝায়?

এই পাতা আপনাকে লজ্জা দিতে নয়। এটি ব্যাখ্যা করতে যে আমাদের প্রত্যেকের কেন অনুগ্রহ দরকার। বাইবেলের বার্তা এটি নয় যে “তুমি সবার চেয়ে খারাপ।” বার্তা হলো আমরা সবাই পাপ করেছি, আমরা সবাই ক্ষমার প্রয়োজন, আর ঈশ্বর ভালোবেসে যীশুর মাধ্যমে তাঁর কাছে ফেরার পথ করে দিয়েছেন।

আপনি হয়তো খ্রীষ্টানদের পাপ শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছেন এবং ভেবেছেন এর আসল অর্থ কী। এটি কঠোর বা ভীতিকর ধর্মীয় শব্দ শোনাতে পারে, কিন্তু পড়া বন্ধ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝুন: **এটি আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে। আপনাকে আলাদা করে চিহ্নিত বা বিচার করা হচ্ছে না।**

পাপ মানে আমরা ঈশ্বরের নিখুঁত মানদণ্ড থেকে পিছিয়ে পড়েছি। কখনো কখনো পাপ আমাদের কাছে খুব গুরুতর মনে হয়, আবার কখনো ছোট মনে হতে পারে।

আপনি কি কখনো মিথ্যা বলেছেন? যা আপনার নয় তা নিয়েছেন—এমনকি একটি চুইংগামের মতো ছোট কিছুও? রেস্টোরাঁয় জল অর্ডার করে দাম না দিয়ে কাপে কোক ভরে নিয়েছেন কখনো?

আপনি কি কখনো ইচ্ছা করে বাবা-মায়ের কথার বিরুদ্ধে গেছেন? ভিডিও গেম, টেলিভিশন, ফুটবল, খেলাধুলার অনুষ্ঠান, শখ, টাকা, বা অন্য কিছুকে কি কখনো আপনার জীবনে ঈশ্বর, মণ্ডলীতে যাওয়া, বা বাইবেল পড়ার সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে দিয়েছেন?

আপনি কি কখনো কামনার দৃষ্টিতে অন্য কাউকে দেখেছেন? কারও নতুন খেলনা, গাড়ি, বাড়ি, চাকরি, সম্পর্ক বা আপনি যা চান এমন কিছু আছে বলে কি হিংসা করেছেন? কারও উপর এতটা রেগে গেছেন কি যে বলেছেন, “আমি তোমাকে ঘৃণা করি”?

এগুলো প্রতিদিনের উদাহরণ, যা বাইবেল পাপ বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের কেউই অন্য কারও দিকে আঙুল তুলে ভান করতে পারি না যে আমরা কখনো পাপ করিনি।

“কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে;” — রোমীয় ৩:২৩ (BOV)

আমাদের প্রত্যেকের ঈশ্বরের ক্ষমা দরকার। পাপ আমাদের পবিত্র ঈশ্বর থেকে আলাদা করে। শুধু আরও চেষ্টা করে, যথেষ্ট ভালো কাজ করে, মণ্ডলীতে গিয়ে, বা “আরও ভালো মানুষ” হয়ে আমরা সেই বিচ্ছেদ মেরামত করতে পারি না।

“আর সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সন্মিলিত করিয়াছেন...” — ২ করিন্থীয় ৫:১৮ (BOV)

“কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।” — রোমীয় ৬:২৩ (BOV)

এই কারণেই আমাদের যীশুকে দরকার। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর কাছে ফেরার পথ ছাড়া রেখে যাননি। যীশু খ্রীষ্ট স্বেচ্ছায় আমাদের স্থান নিলেন। তিনি নিষ্পাপ ছিলেন, তবু আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিলেন। আমরা যে শাস্তি শোধ করতে পারতাম না তিনি তা নিলেন, ক্রুশে মরলেন, এবং আবার উঠলেন। যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর ক্ষমা, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন দান হিসেবে দেন।

“আর মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহুদে নিষ্কিপ্ত হইল। ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু, অগ্নিহুদ।” — প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪ (BOV)

বাইবেল বলে, “কেননা পাপের বেতন মৃত্যু” (রোমীয় ৬:২৩)। বেতন হলো যা উপার্জিত বা প্রাপ্য। পাপের একটি প্রকৃত পরিণতি আছে: মৃত্যু। প্রকাশিত বাক্যও চূড়ান্ত বিচারকে “দ্বিতীয় মৃত্যু” বলে বর্ণনা করে — অগ্নিহুদ। অন্য কথায়, আমরা নিজেরাই পাপের মূল্য শোধ করে তারপর ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ফিরে যেতে পারি না। সেই বিচার শোধ করার ভার যদি আমাদের উপরই থাকত, আমরা নিজেদের তা থেকে রক্ষা করতে পারতাম না।

“আর অপবিত্র কিছুই... তাহার মধ্যে কোন মতে প্রবেশ করিবে না...” — প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭ (BOV)

পিতা ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র। পাপকে এমনভাবে তাঁর পবিত্র উপস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া যায় না যেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাইবেল বলে, যা কিছু কলুষিত করে তা ঈশ্বরের অনন্ত নগরে প্রবেশ করবে না এবং মন্দ অনুমোদন করার চেয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টি বেশি শুদ্ধ। তাই আমাদের পাপ এমন একটি বিচ্ছেদ তৈরি করে যা আমরা নিজেরা মেরামত করতে পারি না।

পাপ কেন আমাদের ঈশ্বর থেকে আলাদা করে?

আর সত্য হলো, আমাদের কেউই কেবল একবার পাপ করে না। আমরা মানুষ। আমরা ভুল পছন্দ করি, ভুল কথা বলি, ভুল চিন্তা করি, এবং অন্য জিনিসকে ঈশ্বরের আগে রাখি। আমাদের প্রত্যেকের দয়া ও ক্ষমা দরকার।

“কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।” — যাকোব ২:১০ (BOV)

ঈশ্বর থেকে আলাদা হতে এবং তাঁর ক্ষমার প্রয়োজন হতে আপনাকে দশ আজ্ঞার প্রতিটি ভাঙতে হবে না। সারা জীবনে একটি পাপও যথেষ্ট প্রমাণ করতে যে আমরা ঈশ্বরের নিখুঁত মানদণ্ড থেকে পিছিয়ে পড়েছি। যেমন, আপনার সারা জীবনে যদি একমাত্র অন্যায্য হয়ে থাকে একটি মিথ্যা বলা, তবুও আপনার ঈশ্বরের ক্ষমা দরকার। বাইবেল বলে, কেউ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করেও একটি বিষয়ে ভুল করে, সে ব্যবস্থার সামনে দোষী।

ক্ষমার প্রয়োজন হতে মাত্র একটি পাপই যথেষ্ট

এই কারণেই আমাদের যীশুকে দরকার

ঈশ্বর আমাদের এত ভালোবাসেন যে তিনি তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে পাঠালেন। যীশু সেই নিখুঁত জীবন যাপন করলেন যা আমরা পারিনি। তিনি কখনো পাপ করেননি। তবু তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশে গেলেন এবং আমাদের পাপের শাস্তি নিজের উপর নিলেন। যীশু আমাদের স্থানে মরলেন।

কিন্তু কাহিনি ক্রুশে শেষ হয়নি। যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন। তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন।

“কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।” — রোমীয় ৬:২৩ (BOV)

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” — যোহন ৩:১৬ (BOV)

যীশুর কাছে আসার আগে আপনাকে নিখুঁত হতে হবে না। ঈশ্বর আপনাকে ইতিমধ্যেই ভালোবাসেন। আগে আপনার জীবন পরিষ্কার করতে, পুরো বাইবেল জানতে বা খ্রীষ্টীয় প্রতিটি শিক্ষা বুঝতে হবে না। আপনার শুধু যীশুকে দরকার।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

সহজ কথায় পাপ কী?

পাপ হলো ঈশ্বরের এবং যা ন্যায্য তার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু বেছে নেওয়া, ভাবা বা করা। মিথ্যা বলা, চুরি, ঘৃণা, হিংসা ও কামনা সহজ উদাহরণ।

একটি পাপও কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

বাইবেল শেখায় প্রত্যেক মানুষ পাপ করেছে এবং ক্ষমার প্রয়োজন আছে। যীশুকে দরকার হতে প্রতিটি আঙা ভাঙতে হয় না।

পাপ কেন আমাদের ঈশ্বর থেকে আলাদা করে?

ঈশ্বর পবিত্র ও নিষ্পাপ। যীশু পাপের শাস্তি নিজের উপর নিয়ে এবং ক্ষমা দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে এসেছিলেন।

এরপর আমি কোথায় যাব?

পাপ বোঝার উদ্দেশ্য আপনাকে ভীত করে রাখা নয়। এটি ব্যাখ্যা করে যীশু কেন এসেছিলেন এবং তাঁর ক্ষমার প্রস্তাব কেন গুরুত্বপূর্ণ।

আমার কেন যীশুকে দরকার? আমি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি?

বিচ্ছেদ থেকে উদ্ধারে।

আমার কেন যীশুকে দরকার?

এই বিষয় ভারী মনে হলে, দয়া করে বার্তার মূল কথা মনে রাখুন: ঈশ্বর আমাদের তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রেখে যাননি। বাইবেল পাপ ও বিচার ব্যাখ্যা করে যাতে আমরা ঈশ্বরের উদ্ধারের গভীরতা বুঝতে পারি। যীশু এসেছিলেন কারণ ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার পথ করেছেন।

আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, জোর করা হচ্ছে না। যীশু আপনাকে রক্ষা করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে জোর করেন না।

বাইবেলের উত্তর এটি নয় যে আপনাকে যথেষ্ট ধার্মিক বা যথেষ্ট নিখুঁত হতে হবে। উত্তর হলো, আমাদের কেউই নিজে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ মেরামত করতে পারি না।

পাপ এমন বিচ্ছেদ তৈরি করে যা আমরা নিজেরা ঠিক করতে পারি না

ঈশ্বর পবিত্র। বাইবেল শেখায় আমরা সবাই পাপ করেছি এবং তাঁর গৌরব থেকে পিছিয়ে পড়েছি। এর জন্য প্রতিটি আঞ্জা ভাঙতে হয় না। একটি পাপও মানে আমাদের ক্ষমা দরকার, আর বাস্তব জীবনে আমরা সবাই বহুবার ব্যর্থ হই।

“কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে;” — রোমীয় ৩:২৩ (BOV)

ভালো কাজ, মণ্ডলীতে যাওয়া, টাকা, প্রতিজ্ঞা বা আরও চেষ্টা করা যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তা মুছে দিতে পারে না।

পাপের বেতন মৃত্যু

“কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।” — রোমীয় ৬:২৩ (BOV)

বেতন হলো যা উপার্জিত বা প্রাপ্য। বাইবেল বলে, পাপের একটি প্রকৃত পরিণতি আছে: মৃত্যু। প্রকাশিত বাক্য অগ্নিহ্রদে চূড়ান্ত বিচারকে “দ্বিতীয় মৃত্যু” বলে।

“আর মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিষ্কিপ্ত হইল। ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু, অগ্নিহ্রদ।” — প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪ (BOV)

যীশু আমাদের স্থান নিলেন

ঈশ্বর মানুষকে তাঁর কাছে ফেরার পথ ছাড়া রেখে যাননি। যীশু খ্রীষ্ট নিষ্পাপ জীবন যাপন করলেন এবং স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিলেন। আমরা যে শান্তি শোধ করতে পারতাম না তিনি তা নিলেন, দ্রুশে মরলেন, এবং আবার উঠলেন।

“কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপনার প্রেম প্রকাশ করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত মরিলেন।” — রোমীয় ৫:৮ (BOV)

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন...” — যোহন ৩:১৬ (BOV)

এই কারণেই আমাদের যীশুকে দরকার। তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর ক্ষমা, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন দান হিসেবে দেন।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

আমার কেন যীশুকে দরকার?

আমরা সবাই পাপ করি এবং নিজেদের নিখুঁত করতে পারি না। যীশু দ্রুশে আমাদের স্থান নিলেন এবং আবার উঠলেন, যাতে আমরা ক্ষমা পাই এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারি।

শুধু ভালো মানুষ হয়ে কি আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারি?

বাইবেল শেখায় পরিত্রাণ যীশুর মাধ্যমে একটি দান, যথেষ্ট ভালো কাজ করে উপার্জন করা পুরস্কার নয়।

যীশু আমাদের কী থেকে রক্ষা করেছেন?

যীশু পাপ থেকে ক্ষমা দেন, আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে ফিরিয়ে আনেন, এবং অনন্ত জীবনের আশা দেন।

আগে নিখুঁত হতে হবে না

যীশুর কাছে সৎভাবে আসুন। আপনার জীবন সম্পর্কে তাঁকে সত্যি কথা বলুন। তিনি আপনার জন্য যা করেছেন তার উপর ভরসা করুন। পরিত্রাণ পাওয়া এমন মানুষদের পুরস্কার নয় যারা যথেষ্ট ভালো হতে পেরেছে। এটি তাদের জন্য ঈশ্বরের দান যারা জানে তাদের তাঁকে দরকার।

কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন যীশুর সঙ্গে পরিচয়কীভাবে প্রার্থনা করবেন

যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়া — কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন

আপনার সাড়া আপনার পছন্দ

ঈশ্বর বিশ্বাস করতে জোর করেন না। পরিত্রাণ দান হিসেবে দেওয়া হয়, আর দান গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা যায়। যীশু আপনাকে তাঁর কাছে আসতে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু তাঁর উপর ভরসা করার সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রকৃত ও ব্যক্তিগত হতে হবে।

শুধু একটি ওয়েবসাইট বলেছে বলে প্রার্থনা করবেন না। প্রার্থনা করলে, ঈশ্বরের সঙ্গে সৎভাবে বলুন, কারণ আপনি তাঁকে জানতে এবং যীশুর উপর ভরসা করতে চান।

“কেননা, যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।” - রোমীয় ১০:১৩ (BOV)

যোহন ৩:১৬, রোমীয় পথ, রোমীয় ১০:৯ এবং যীশু খ্রীষ্টের উপর ভরসা করার একটি সহজ ব্যাখ্যা।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

আমি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি?

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন, ত্রুশে ও তাঁর পুনরুত্থানে তিনি যা করেছেন তার উপর ভরসা করুন, এবং তাঁকে বলুন আপনাকে ক্ষমা করতে ও রক্ষা করতে।

যীশু আমাকে রক্ষা করার আগে কি আমাকে যথেষ্ট ভালো হতে হবে?

না। পরিত্রাণ ঈশ্বরের দান। আপনি যীশুর কাছে আসেন কারণ তাঁকে আপনার দরকার, এই কারণে নয় যে আপনি আগেই নিজেকে নিখুঁত করে ফেলেছেন।

ঈশ্বর কি গুরুতর পাপও ক্ষমা করতে পারেন?

বাইবেল শেখায়, যারা যীশুর দিকে ফেরে তাদের তিনি ক্ষমা দেন। আপনার পাপ সৎভাবে তাঁর কাছে আনুন এবং তাঁর দয়া চান।

ঈশ্বর কি আমার পাপ ক্ষমা করতে পারেন? যীশু কি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন?

হ্যাঁ। আপনি যদি ক্ষমা খুঁজছেন, ভাবছেন আপনার পাপ কি খুব বেশি বড়, বা জানতে চান আপনার কাজের পরও যীশু আপনাকে ভালোবাসতে পারেন কি না, তাহলে বাইবেলের বার্তা অনুগ্রহ ও আশার। আগে নিখুঁত হয়ে পরিত্রাণ উপার্জন করা যায় না। যীশু পাপীদের ডাকেন তাঁর কাছে আসতে, তাঁর উপর ভরসা করতে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের ঈশ্বরের দান গ্রহণ করতে।

আপনি যদি নরককে ভয় পান বা ভাবছেন কীভাবে স্বর্গে যাবেন, তাহলে যীশু খ্রীষ্ট দিয়ে শুরু করুন। তিনি বলেছেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার দ্বারা না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।” — যোহন ১৪:৬ (BOV)

আমি কীভাবে পরিত্রাণ পাব ও যীশুকে গ্রহণ করব? — রোমীয় পথ

যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসার আগে প্রতিটি বাইবেলীয় ভাববাণী বুঝতে হবে না।

“পাপ” সম্পর্কে একটি ছোট কথা: বাইবেল এই শব্দ ব্যবহার করে আমাদের ভুল পছন্দ এবং ঈশ্বর যা ঠিক বলেন তার বিরুদ্ধে যাওয়ার উপায়গুলোর জন্য। দশ আঙুল ঈশ্বরের মানদণ্ডের স্পষ্ট উদাহরণ দেয়। আমরা সবাই ভুল করেছি এবং সবাই পিছিয়ে পড়েছি, আর সেজন্যই আমাদের সবার অনুগ্রহ ও ক্ষমা দরকার। যীশুর কাছে আসার আগে আপনাকে নিজেকে নিখুঁত করতে হবে না।

রোমীয় ৩:২৩: সকলেই পাপ করেছে — আমরা সবাই ঈশ্বরের মানদণ্ড থেকে পিছিয়ে পড়েছি।

রোমীয় ৬:২৩: পাপ মৃত্যু আনে, কিন্তু ঈশ্বরের দান হলো যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন।

রোমীয় ৫:৮: ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা দেখিয়েছেন: আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

দয়া করে এই প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে ধরুন — রোমীয় ১০:৯:

“কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবো।” — রোমীয় ১০:৯ (BOV)

রোমীয় ১০:১৩: “কেননা, যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবো।”

যীশুর কাছে আসতে চাইলে, আপনি এখন যেখানে আছেন সেখান থেকেই তাঁর কাছে আসতে পারেন। তাঁকে সৎভাবে বলুন যে আপনার তাঁর ক্ষমা দরকার। বিশ্বাস করুন যে যীশু খ্রীষ্ট আপনার পাপের জন্য মরেছেন, কবরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন। আগে নিজেকে যথেষ্ট ভালো করার চেষ্টার বদলে তাঁর উপর ভরসা করুন। যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করুন এবং পরিত্রাণের জন্য তাঁকে ডাকুন।

নিখুঁত কথার দরকার নেই। প্রার্থনা শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে সৎভাবে কথা বলার একটি উপায়। যীশু খ্রীষ্টই রক্ষা করেন, আর পরিত্রাণ হলো তাঁর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে পাওয়া ঈশ্বরের দান।

যারা এই নির্দেশিকা পড়ছেন তাঁদের সবার জন্য একটি প্রার্থনা

স্বর্গের পিতা, আমি এই নির্দেশিকা পাঠকারী প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রার্থনা করি। তাঁদের তোমার বাক্যের বোধ দাও এবং কী সত্য তা জানতে সাহায্য কর। তাঁদের ভয়, প্রতারণা, বিপদ ও হতাশা থেকে রক্ষা কর। তাঁদের যা দরকার তা জোগাও এবং যারা দুর্বল, ক্ষতির পর ব্যথিত, আহত ও একা, তাঁদের সাহায্য ও দয়া দিয়ে ঘিরে রাখ।

সবচেয়ে বেশি, তাঁদের যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা জানতে সাহায্য কর। যিনি এটি পড়ছেন তিনি যদি এখনও যীশুকে না জানেন, তাঁর হৃদয় খুলে দাও যেন তিনি বোঝেন যে যীশু তাঁর পাপের জন্য মরেছেন, কবরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং আবার উঠেছেন। তাঁকে তোমার দিকে ফিরতে, তোমার উপর ভরসা করতে, যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করতে এবং তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে সাহায্য কর।

প্রভু যীশু, তাঁরা ভয় পেলে তাঁদের সাহস দাও, ভারাক্রান্ত হলে শান্তি, ক্ষতির পর ব্যথিত হলে সান্ত্বনা, বিভ্রান্ত হলে সুবিবেচনা, এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শক্তি দাও। তাঁদের শাস্ত্র ও নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসীদের কাছে চালাও। তাঁদের মনে করিয়ে দাও যে অন্ধকার জেতে না: যীশু খ্রীষ্ট জেতেন। দ্রুশ, শূন্য কবর, তোমার দয়া, ক্ষমা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যীশু খ্রীষ্টের নামে, আমেন।

যোহন ৩:১৬ — “বিনষ্ট না হয়” এবং দ্বিতীয় মৃত্যু

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” — যোহন ৩:১৬ (BOV)

যোহন ৩:১৬ দুটি গন্তব্যের পার্থক্য দেখায়: বিনষ্ট হওয়া এবং অনন্ত জীবন। যীশু এসেছিলেন যেন যে তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন পায়।

পরবর্তী শাস্ত্র আমাদের এমন ভাষা দেয় যা খ্রীষ্টে নেই এমনদের চূড়ান্ত গন্তব্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪ অগ্নিহ্রদকে “দ্বিতীয় মৃত্যু” বলে। প্রকাশিত বাক্য ২১:৮ আবার অগ্নিহ্রদকে “দ্বিতীয় মৃত্যু” বলে চিহ্নিত করে। সেই অর্থে, যোহন ৩:১৬-এর বিনষ্ট হওয়ার সতর্কবাণী বাইবেলের পরবর্তী চূড়ান্ত বিচার ও দ্বিতীয় মৃত্যুর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

“বিনষ্ট” মানে এই নয় যে একজন মানুষ কখনো ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যোহন ৩:১৬ শুরু হয় ঈশ্বরের অসাধারণ ভালোবাসা দিয়ে: **ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে দিলেন।** সতর্কবাণীর সঙ্গে আছে একটি খোলা প্রতিশ্রুতি: **যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পায়।**

আমি আশা করি আপনি এই কথাগুলোর মধ্যে ভালোবাসা শুনতে পাবেন।

যোহন ৩:১৬ শুরু হয় ঈশ্বরের ভালোবাসা দিয়ে এবং যে কেউ তাঁর পুত্রকে বিশ্বাস করে তাকে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। রোমীয় ১০:৯ একটি সহজ সাড়া দেয়: যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করুন এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করুন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন, তাহলে আপনি পরিত্রাণ পাবেন। আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

আপনার বিশেষ কোনো কথার দরকার নেই।

কীভাবে প্রার্থনা করবেন

প্রার্থনা আর কিছুই নয়, যীশুর সঙ্গে কথা বলা, যেন তিনি আপনার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আপনাকে ধর্মীয় শোনাতে হবে না। সঠিক কথা জানতে হবে না। আপনি শুধু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

শুধু তাঁর সঙ্গে কথা বলুন

যীশু আপনাকে আগে থেকেই জানেন। আপনার জীবনে কী ঘটেছে, আপনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কীসে গর্ব করেন, আর কী বদলাতে চান, তিনি তা জানেন। এর কিছুই তাঁর কাছে লুকাতে হবে না।

আপনি কি কোনো খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? শুধু জলের দাম দিয়ে কি কাপে কোক ঢেলে নিয়েছেন? অন্য কেউ পদোন্নতি পেয়েছে, সম্পর্ক পেয়েছে, বাড়ি কিনেছে, বা এমন কিছু পেয়েছে যা আপনি চান, তাই কি হিংসা হচ্ছে? যীশুকে তা বলুন।

কী ঘটেছে তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনি কী ভাবছিলেন তা তাঁকে বলুন। রাগ, ভয়, বিভ্রান্তি, একাকিত্ব, লজ্জা, কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ, যা-ই অনুভব করুন, তাঁকে বলুন। পরের সিদ্ধান্তে সাহায্য করতে তাঁকে বলুন।

প্রার্থনা বিস্তারিত হতে পারে, কিন্তু কিছু সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থনা খুবই সহজ:

“যীশু, আমার তোমাকে দরকার।”

“যীশু, আমাকে সাহায্য কর।”

“যীশু, এই সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে সাহায্য কর।”

“যীশু, আমি ভুল করেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর।”

“যীশু, আমি এটা একা করতে পারব না।”

“যীশু, আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।”

“তোমাদের সমস্ত ভাবনা তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও, কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।” — ১ পিতর ৫:৭ (BOV)

আমরা কার কাছে প্রার্থনা করি?

খ্রীষ্টধর্মে নতুন হলে এটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আপনি হয়তো শুনবেন খ্রীষ্টানরা পিতা ঈশ্বর, পুত্র যীশু এবং পবিত্র আত্মার কথা বলেন। ঐরা কি তিনজন ভিন্ন ঈশ্বর? না। খ্রীষ্টানরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।

অতি সহজ ভাষায় ত্রিত্ব

বাইবেল এক ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, যিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা বলে পরিচিত। পিতা ঈশ্বর। পুত্র যীশু ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। তবু তিনজন ঈশ্বর নন—ঈশ্বর একজনই। তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি, একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসেবে নিখুঁতভাবে এক।

প্রার্থনা করার আগে ত্রিত্বের সবকিছু বুঝতে হবে না। খ্রীষ্টানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন একটি সত্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন যা আমাদের মন পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না।

“প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক। আমেন।” — ২ করিন্থীয় ১৩:১৪ (BOV)

তাহলে আমি কার সঙ্গে কথা বলব?

যীশু তাঁর অনুসারীদের শিখিয়েছেন স্বর্গস্থ আমাদের পিতার কাছে প্রার্থনা করতে। খ্রীষ্টানরা যীশুর মাধ্যমে পিতার কাছে আসেন, আর পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন। নতুন নিয়মের মানুষদের মতো সরাসরি যীশুর সঙ্গে কথা বলাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আপনি যদি শুধু এটুকুই বলতে পারেন, “যীশু, আমাকে সাহায্য কর,” তাই বলুন। কথাগুলো কেমন হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা থেকে আটকাতে দেবেন না।

“হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।” — মথি ৬:৯ (BOV)

“আর সেইরূপ আত্মাও আমাদের দুর্বলতার সহায়তা করেন; কারণ কি প্রকারে প্রার্থনা করা উচিত, তাহা আমরা জানি না...” — রোমীয় ৮:২৬ (BOV)

খ্রীষ্টানরা কেন “যীশুর নামে” প্রার্থনা করেন?

প্রার্থনা “যীশুর নামে” বলে শেষ করা কোনো জাদুর বাক্য নয়। এটি মনে করিয়ে দেয় যে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি যীশুর কারণে—এই কারণে নয় যে তাঁর কাছে যাওয়ার অধিকার আমরা অর্জন করেছি বা নিখুঁতভাবে জীবন যাপন করেছি।

যীশু পিতার কাছে যাওয়ার আমাদের পথ। তাঁর নামে প্রার্থনা করা মানে আমরা তাঁর উপর ভরসা করছি এবং তিনি যেমন এবং যা চান তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় চাইছি।

“আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার দ্বারা না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।” — যোহন ১৪:৬ (BOV)

“আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাজ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পুত্রে পিতা মহিমাম্বিত হন।” — যোহন ১৪:১৩ (BOV)

পরিত্রাণ পাওয়ার একটি অতি সহজ প্রার্থনা

এমন কোনো জাদুর কথা নেই যা আপনাকে রক্ষা করে। যীশুই আপনাকে রক্ষা করেন। প্রার্থনা হলো আপনি যা বিশ্বাস করেন তা সৎভাবে তাঁকে বলার এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপায়। আপনি যদি যীশুর উপর ভরসা করতে প্রস্তুত হন, আপনার প্রার্থনা খুব সহজ হতে পারে:

যীশু, আমি খারাপ সিদ্ধান্ত ও ভুল পছন্দ করেছি, আর তুমি তা আগেই জান। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর।

আমি বিশ্বাস করি তুমি ক্রুশে আমার জন্য মরেছ, আর আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর তোমাকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন।

আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করছি। আমি তোমাতে আমার বিশ্বাস ও ভরসা রাখছি।

আমি চাই তুমি আমার বাকি জীবন আমার সঙ্গে থাক, আর আমি যখন মরব তখন স্বর্গে তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

অনুগ্রহ করে তোমাকে জানতে, তোমাকে অনুসরণ করতে, এবং তুমি আমাকে যে জীবন যাপন করতে চাও তা যাপন করতে আমাকে সাহায্য কর।

যীশুর নামে, আমেন।

প্রার্থনা নিজে কোনো সূত্র বা লেনদেন নয়। বাইবেল আমাদের যীশু খ্রীষ্টে প্রকৃত বিশ্বাসের দিকে নির্দেশ করে— তাঁকে বিশ্বাস করা, তাঁর দিকে ফেরা এবং তাঁকে ডাকা।

“কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।” — রোমীয় ১০:৯ (BOV)

“কেননা, যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।” — রোমীয় ১০:১৩ (BOV)

“যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং সমস্ত অধর্ম হইতে আমাদেরকে শুচি করিবেন।” — ১ যোহন ১:৯ (BOV)

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কীভাবে কথা বলব?

তঁার সঙ্গে সৎভাবে কথা বলুন, যেমন কোনো বিশ্বস্ত মানুষের সঙ্গে বলেন। আপনি কী ভয় পান, কী দরকার, এবং কীসের জন্য কৃতজ্ঞ, তাঁকে বলতে পারেন।

প্রার্থনাকে কি বিশেষ ধরনের শোনাতে হবে?

না। একটি সহজ প্রার্থনাও শক্তিশালী হতে পারে। কখনো কখনো আপনি শুধু বলতে পারেন, “যীশু, অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য কর।”

খ্রীষ্টানরা কার কাছে প্রার্থনা করেন?

খ্রীষ্টানরা যীশুর মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার সাহায্যে, পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা একই ঈশ্বর।

আগামীকাল আমি কী বলব?

তঁার সঙ্গে কথা বলতে থাকুন। ভালো কিছু ঘটলে তাঁকে ধন্যবাদ দিন। কঠিন সিদ্ধান্তের আগে সুবিবেচনা চান। ব্যর্থ হলে তাঁকে বলুন। ক্ষমা চান। আপনার প্রিয় কারও জন্য প্রার্থনা করুন। ভয় পেলে তাঁকে বলুন। কথা না থাকলে চুপচাপ তঁার সঙ্গে বসে থাকুন।

আপনি গাড়িতে, বিছানায়, কাজের জায়গায়, হাঁটতে হাঁটতে, হাসপাতালের ঘরে, বা রান্নাঘরের টেবিলে একা বসে প্রার্থনা করতে পারেন। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে মণ্ডলীর ভবনের দরকার নেই।

যীশুকে মুক্ত করার দরকার নেই। শুধু তঁার কাছে সৎ থাকুন। আপনার যে কথাগুলো আছে তা দিয়েই শুরু করুন—এমনকি আপনার একমাত্র কথা যদি হয়, “যীশু, আমার তোমাকে দরকার।”

যীশু কে সে সম্পর্কে আরও জানুন অথবা পরিচাণ পাওয়া ও ক্ষমা সম্পর্কে আরও পড়ুন।

বিশ্বাস কোনো জটিল মণ্ডলীর শব্দ নয়।

বিশ্বাস কী?

বিশ্বাস জোর করে হয় না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর ছবিতে, বিশ্বস্ত কণ্ঠ বলতে পারে, “লাফ দাও। আমি তোমাকে ধরব,” তবু শিশুটিই ঠিক করে সে লাফ দেবে কি না। একইভাবে যীশু আপনাকে তাঁর উপর ভরসা করতে আমন্ত্রণ জানান। তিনি জোর করেন না। বিশ্বাস হলো সামনে সবকিছু দেখতে না পেলেও তাঁর উপর ভরসা রাখা বেছে নেওয়া।

বিশ্বাস হলো পরে কী হবে দেখতে না পেলেও যীশুর উপর ভরসা করা।

বিশ্বাসের একটি সহজ ছবি

কল্পনা করুন, একটি ছোট শিশু অন্ধকারে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। নিচে কী আছে শিশুটি দেখতে পাচ্ছে না।

তখন শিশুটি এমন কারও পরিচিত কণ্ঠ শোনে, যাকে সে চেনে, ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে, আর সেই কণ্ঠ বলে, “লাফ দাও। আমি আছি। আমি তোমাকে ধরব।”

শিশুটি সেই মানুষটির বাহু দেখতে পায় না। ঠিক কোথায় পড়বে তাও দেখতে পায় না। কিন্তু সে কণ্ঠটি চেনে। সে জানে এই মানুষটি তাকে ভালোবাসে। সে জানে এই মানুষটি আগেও বিশ্বস্ত ছিল। আর সে প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে: “আমি তোমাকে ধরব।”

তাই শিশুটি লাফ দেয়।

এটাই বিশ্বাসের একটি সহজ ছবি।

যীশুতে বিশ্বাস মানে প্রতিশ্রুতিদাতার উপর ভরসা করা

যীশুতে বিশ্বাস থাকার মানে এই নয় যে আপনি সবকিছু বোঝেন। এর মানে এই নয় যে আপনি কখনো ভয় পাবেন না। এর মানে এই নয় যে আপনার কখনো প্রশ্ন থাকবে না বা পরে কী হবে তা সবসময় জানবেন।

বিশ্বাস মানে যীশুর উপর এতটা ভরসা করা যে, তাঁর ধরে ফেলার জন্য অপেক্ষারত বাহু দেখতে না পেলেও নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দেওয়া।

“বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়তা, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ।” — ইব্রীয় ১১:১ (BOV)

আপনি হয়তো যীশুকে সশরীরে আপনার সামনে দাঁড়ানো দেখতে পান না। কিন্তু বাইবেলের মধ্য দিয়ে তিনি কে তা জানতে পারেন, তিনি কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা দেখতে পারেন, এবং তাঁর উপর ভরসা করা বেছে নিতে পারেন।

বিশ্বাস মানে এই ভান করা নয় যে সিঁড়ি অন্ধকার নয়। বিশ্বাস মানে অন্ধকারে যিনি আপনার সঙ্গে আছেন তাঁর উপর ভরসা করা।

বিশ্বাস শুনতে কেমন?

কখনো কখনো বিশ্বাস একটি খুব সহজ প্রার্থনা:

“যীশু, কী ঘটতে চলেছে আমি দেখতে পাচ্ছি না। এসব আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। আমি হয়তো ভয় পাচ্ছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমাকে চালাও, সাহায্য কর, আর আমাকে ধরে রাখ।”

নিখুঁত কথার দরকার নেই। নিখুঁত বোঝারও দরকার নেই। আপনি যীশুর উপর ভরসা করছেন, সবকিছু ব্যাখ্যা করার নিজের ক্ষমতার উপর নয়।

আমার বিশ্বাস যদি ছোট মনে হয়?

যীশু সর্ষপ-দানার মতো ছোট বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন। একজন বিশ্বস্ত ত্রাণকর্তার উপর রাখা ছোট বিশ্বাসও বিশ্বাস।

“যদি তোমাদের সর্ষপ-দানার তুল্য বিশ্বাস থাকে...” — মথি ১৭:২০ (BOV)

যীশুর কাছে আসার আগে আপনাকে বিশাল বিশ্বাস তৈরি করতে হবে না। যে বিশ্বাস আছে তা দিয়েই শুরু করুন। আপনার সন্দেহ, ভয় ও প্রশ্নগুলো তাঁকে বলুন। তাঁর উপর ভরসা করতে সাহায্য করার জন্য তাঁকে বলুন।

বিশ্বাস কেবল তথ্য জানার চেয়ে বেশি

আপনি যীশুকে সত্যিই ভরসা না করেও তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানতে পারেন। বিশ্বাস আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। এর মানে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপর নির্ভর করা।

এ যেন জানা যে কেউ আপনাকে ধরতে পারে, আর বিশ্বাস করে সত্যিই লাফ দেওয়া যে সে ধরবে – এই দুইয়ের পার্থক্য।

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস নয়। আমাদের বিশ্বাসের বিষয় যীশু খ্রীষ্ট।

“কারণ অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা, তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; আর ইহা তোমাদের নিজ হইতে নয়, ঈশ্বরেরই দান;” — ইফিষীয় ২:৮ (BOV)

বিশ্বাস পরিত্রাণ উপার্জন করে না। পরিত্রাণ ঈশ্বরের দান। বিশ্বাস হলো যীশু খ্রীষ্টের উপর ভরসা করে সেই দান গ্রহণ করা।

আপনি এখন যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করতে পারেন

আপনার বিশ্বাস যথেষ্ট শক্ত কি না নিশ্চিত না হলে, যীশুর কাছে সৎ হয়ে শুরু করুন। আপনি বলতে পারেন, “যীশু, আমি তোমার উপর ভরসা করতে চাই। আমাকে ভরসা করতে সাহায্য কর।”

পুরো সিঁড়িটা দেখতে হবে না। যিনি আপনাকে ডাকছেন কেবল তাঁর উপর ভরসা করুন।

যীশুর সঙ্গে পরিচয় · কীভাবে প্রার্থনা করবেন শিখুন · পরিত্রাণ পাওয়া সম্পর্কে জানুন · আত্মিক মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম সম্পর্কে জানুন

আপনি যীশুর উপর ভরসা করেছেন। এরপর কী?

খ্রীষ্টান হওয়ার পর কী হয়?

যীশুকে অনুসরণ করা একটি সম্পর্কের শুরু, কোনো তালিকা শেষ করার কাজ নয়। আপনি শিখতে থাকবেন, বাড়তে থাকবেন, প্রশ্ন করবেন, আর মাঝে মাঝে হেঁচটও থাকবেন। বারবার তাঁর কাছে ফিরে আসুন।

যীশুর সঙ্গে কথা বলুন

প্রার্থনা লম্বা বা জমকালো হতে হবে না। আজ কী ঘটেছে, কীসের ভয় পাচ্ছেন, কীসের জন্য কৃতজ্ঞ, আর কোথায় সাহায্য দরকার, তাঁকে তা বলুন।

কীভাবে প্রার্থনা করবেন শিখুন →

বাইবেল পড়ুন

সুসমাচারগুলোর একটি দিয়ে শুরু করুন – মথি, মার্ক, লুক বা যোহন – আর জানুন যীশু কী বলেছেন ও কী করেছেন। ধীরে ধীরে পড়ুন। বুঝতে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বরের কাছে চান।

বাইবেল সহায়িকা দেখুন →

তাঁর উপর ভরসা করতে শিখুন

যীশুকে যত ভালো করে জানবেন, বিশ্বাস তত বাড়বে। পরের ধাপ নেওয়ার আগে সব উত্তর জানা থাকতে হবে না।

বিশ্বাস কী? →

আশা করুন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, হঠাৎ নিখুঁত হওয়া নয়

খ্রীষ্টানরাও ভুল করতে পারে। আপনি যখন পাপ করেন, যীশুর কাছে থেকে পালিয়ে যাবেন না। তা স্বীকার করুন, তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করুন, শিখুন, আর তাঁকে অনুসরণ করে চলুন।

বিশ্বাসীর বাপ্তিস্মে যীশুকে অনুসরণ করুন

যীশুর উপর ভরসা করে পরিত্রাণ পাওয়ার পর বাপ্তিস্ম যীশুকে অনুসরণ করার একটি সুন্দর পরবর্তী ধাপ। যীশু নিজে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, আর তিনি তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন শিষ্য তৈরি করতে ও তাদের বাপ্তিস্ম দিতে। বিশ্বাসীর বাপ্তিস্ম পরিত্রাণ উপার্জন করে না, বা আপনাকে ঈশ্বরের ভালোবাসার যোগ্যও করে না। এটি আপনার অন্তরে থাকা বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে দেখানোর একটি উপায় – এটি যেন বলা, “আমি যীশুর, আর আমি তাঁকে অনুসরণ করতে চাই।”

“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;” – মথি ২৮:১৯ (BOV)

যদি পারেন, বাইবেলে বিশ্বাসী কোনো নির্ভরযোগ্য মণ্ডলীর সঙ্গে, অথবা অনেক দিন ধরে যীশুকে অনুসরণ করছেন এমন কোনো বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানের সঙ্গে বাপ্তিস্ম ও তার অর্থ নিয়ে কথা বলুন।

অন্য খ্রীষ্টানদের খুঁজে নিন এবং একে অপরকে সাহায্য করুন

যীশুকে অনুসরণ করা কখনোই পুরোপুরি একা করার কথা ছিল না। যখন নিরাপদ ও সম্ভব হয়, বাইবেলে বিশ্বাসী কোনো মণ্ডলী বা এমন নির্ভরযোগ্য খ্রীষ্টানদের খুঁজে নিন যারা যীশুকে ভালোবাসেন এবং শাস্ত্রকে গুরুত্ব দেন। একে অপরের জন্য প্রার্থনা করুন, একে অপরকে উৎসাহ দিন, একসঙ্গে শিখুন, কঠিন দিনে একে অপরকে সাহায্য করুন, আর কেউ হতাশ হলে তাকে ঈশ্বরের সত্য মনে করিয়ে দিন।

“আর এস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেমে ও সৎকর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি; এক সঙ্গে সমবেত হওয়া পরিত্যাগ না করি...” – ইব্রীয় ১০:২৪-২৫ (BOV)

আপনি নিজে এখনও শেখার মধ্যে থাকলেও অন্য কাউকে উৎসাহ দিতে পারেন। অন্য খ্রীষ্টানদের সঙ্গে থাকা মানে সবকিছু বুঝে ফেলা নয়। এর মানে যীশুর সঙ্গে একসাথে পথ চলা।

আত্মিক যুদ্ধ বুঝে নিন

বাইবেল বলে, বিশ্বাসীরা প্রলোভন ও আত্মিক আক্রমণের মুখে পড়বেন। আপনাকে ভয়ে বাস করতে হবে না। ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম সম্পর্কে শিখুন এবং সত্য, বিশ্বাস, শাস্ত্র, প্রার্থনা ও শান্তির সুসমাচারে দৃঢ় থাকুন।

আত্মিক যুদ্ধ সম্পর্কে জানুন →

যখন আপনি ব্যর্থ হন, যীশুর কাছে ফিরে আসুন

“যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন...” — ১ যোহন ১:৯ (BOV)

যীশুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এই ভান করার উপর দাঁড়িয়ে নেই যে আপনি কখনো সংগ্রাম করেন না। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকুন, তাঁর বাক্য পড়তে থাকুন, আর তাঁকে অনুসরণ করতে শিখতে থাকুন।

আপনার পরবর্তী সহজ ধাপগুলো

আজ প্রার্থনা করুন। নিজের কথায় যীশুর সঙ্গে কথা বলুন।

একটু শাস্ত্র পড়ুন। কোথা থেকে শুরু করবেন বুঝতে না পারলে যোহনের সুসমাচার দিয়ে শুরু করুন।

একটি প্রশ্ন করুন। যা বুঝতে চান তা লিখে রাখুন এবং বাইবেলে তার উত্তর খুঁজুন।

বিশ্বাসীর বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যদি যীশুর উপর ভরসা করে থাকেন, তাহলে বাইবেলে বিশ্বাসী কোনো নির্ভরযোগ্য মণ্ডলীর সঙ্গে, অথবা অনেক দিন ধরে যীশুকে অনুসরণ করছেন এমন কোনো বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানের সঙ্গে কথা বলুন, কীভাবে বাপ্তিস্মে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।

অন্য খ্রীষ্টানদের খুঁজে নিন। একসঙ্গে প্রার্থনা করুন, একসঙ্গে শিখুন, একে অপরকে উৎসাহ দিন, আর ভালো দিন ও কঠিন দিন, দুই-ই একে অপরের পাশে থাকুন।

এগিয়ে চলুন। সবকিছু একদিনে শিখে ফেলতে হবে না।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

খ্রীষ্টান হওয়ার পর আমার কী করা উচিত?

প্রার্থনা করুন, বাইবেল পড়ুন, যীশুকে জানুন, আর তিনি যা শেখান তা এক এক ধাপে জীবনে মানতে শুরু করুন।

আমার কি বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত?

বিশ্বাসীর বাপ্তিস্ম হলো প্রকাশ্যে দেখানোর একটি উপায় যে আপনি যীশুর উপর ভরসা করেছেন। এটি পরিত্রাণ উপার্জন করে না; আপনি অন্তরে যা বিশ্বাস করেন, এটি বাইরে তা দেখায়।

আমার কি অন্য খ্রীষ্টানদের প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ। অন্য বিশ্বাসীরা আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে, আপনাকে শেখাতে, উৎসাহ দিতে এবং যীশুর পথে চলতে সাহায্য করতে পারেন। এমন মানুষদের বেছে নিন যাদের জীবন আপনাকে তাঁর দিকে নিয়ে যায়।

একটি প্রার্থনার খাতা বা “ঈশ্বরের কাচের পাত্র” রাখুন

একটি সাধারণ খাতা – অথবা এমনকি লেখা চিরকুটে ভরা একটি বিশেষ বয়াম বা “ঈশ্বরের কাচের পাত্র” – আপনি কী নিয়ে প্রার্থনা করেছেন তা মনে রাখতে এবং আপনার জীবনে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেছেন তা লক্ষ্য করতে সাহায্য করতে পারে।

আপনার প্রার্থনার বিষয় ও তারিখ লিখে রাখুন। কোনো উত্তর পেলে কী হয়েছিল এবং কবে হয়েছিল তা লিখুন। প্রায় মাসে একবার আপনার প্রার্থনাগুলো আবার দেখুন। লক্ষ্য করুন কোন প্রার্থনার উত্তর এসেছে, কোনটির জন্য এখনও অপেক্ষা করেছেন, আর উত্তর এমন কোনো উপায়ে এসেছে কি না যা আপনি ভাবেননি।

মনে রাখুন, উত্তর হতে পারে **হ্যাঁ, না, এখনই নয়**, অথবা আপনি যা চেয়েছেন তার থেকে ভিন্ন কিছু। প্রার্থনা মানে আমরা যা চাই সবকিছু পাওয়া নয়। এটি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা, তাঁর উপর ভরসা করতে শেখা, এবং তাঁর যত্ন ও তিনি যেভাবে আপনাকে সাহায্য করেছেন তা লক্ষ্য করা।

আজ আপনি কীভাবে ঈশ্বরকে দেখেছেন তা লিখুন

প্রার্থনার বিষয়গুলোর সঙ্গে, দিনের মধ্যে আপনি যে এক-দুইভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন তা লিখুন। হয়তো তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য – সূর্যোদয়, পাহাড়, ফুল, পশুপাখি, বৃষ্টি বা তারা। হয়তো বাইবেলের একটি পদ ঠিক আপনি যা নিয়ে যাচ্ছিলেন তার সঙ্গে মিলে গেছে। হয়তো কেউ ঠিক সময়মতো আপনাকে উৎসাহ দিয়েছে।

কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, যা আপনাকে ভাবায় ঈশ্বর কি আপনাকে রক্ষা বা পথ দেখাচ্ছিলেন। হয়তো আপনি অল্পের জন্য একটি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছেন। হয়তো দেরি হয়ে যাওয়ায় বিরক্ত ছিলেন, পরে জানলেন আগে পৌঁছালে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার মধ্যে পড়ে যেতেন। অথবা এমন কিছু ঘটেছে যা এত অদ্ভুত যে একে অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সেই মুহূর্তগুলোও লিখে রাখুন। প্রতিটি কাকতালীয় ঘটনাকে অলৌকিক ঘটনা বলে ধরে নিতে হবে না, বা ঈশ্বর ঠিক কী করছিলেন তা বুঝেছেন বলেও দাবি করতে হবে না। কখনো কখনো আমরা শুধু জানি না। আপনি লিখতে পারেন, “আমি জানি না এটি ঈশ্বর ছিলেন কি না, কিন্তু এটি আমাকে থামিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য করেছে।”

আরও লিখুন, **সেদিন কোন বাইবেলের পদ আপনার সঙ্গে কথা বলেছে** এবং কেন তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে সম্পর্কে এক বাক্য। কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে আপনার খাতাটি হয়তো প্রার্থনা, ঈশ্বর যে কঠিন সময় পার করিয়ে এনেছেন, অপ্রত্যাশিত উত্তর, সুরক্ষার মুহূর্ত, উৎসাহ দেওয়া শাস্ত্রবাক্য, আর সেই সাধারণ দিনগুলোর একটি সুন্দর স্মৃতিকথা হয়ে উঠবে, যেদিনগুলোতে তাঁর সৃষ্টি আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে তিনি কাছেই আছেন।

“আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, গগনমণ্ডল তাঁহার হস্তকৃত কার্য ঘোষণা করে।” –
গীতসংহিতা ১৯:১ (BOV)

লক্ষ্য এটি নয় যে সবখানে উদ্ভিন্ন হয়ে চিহ্ন খুঁজতে থাকবেন। লক্ষ্য শুধু ধীরে চলা, মনোযোগ দেওয়া, কৃতজ্ঞ হওয়া, আর অতি অসাধারণ ও অতি সাধারণ, দুই ধরনের মুহূর্তেই ঈশ্বরের মঙ্গলভাব চিনতে শেখা।

আপনি যীশুর। আপনাকে ভয়ে বাস করতে হবে না।

শয়তান ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম বোঝা

যখন আপনি যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করেন, বাইবেল বলে একজন বাস্তব আত্মিক শত্রু আছে যে মানুষকে প্রলুব্ধ করতে, অভিযুক্ত করতে, হতাশ করতে, প্রতারণা করতে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের সমান নয়, সে সর্বশক্তিমান নয়, এবং তার চূড়ান্ত পরাজয় ইতিমধ্যেই নিশ্চিত।

শয়তান কে?

বাইবেল এই শত্রুর জন্য বেশ কয়েকটি নাম ও বর্ণনা ব্যবহার করে। তাকে বলা হয় **শয়তান**, যার অর্থ প্রতিপক্ষ; **দিয়াবল**, যার অর্থ নিন্দুক বা অভিযোগকারী; **পরীক্ষক**; **সেই দুষ্ট**; **মহান নাগ**; এবং **সেই পুরাতন সর্প**।

“আর সেই মহান নাগকে নিষ্ক্ষেপ করা হইল, সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল ও শয়তান বলে, সে সমুদয় জগতের ভ্রান্তি জন্মায়...” — প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ (BOV)

আপনি শয়তানকে **লুসিফার** নামেও শুনতে পারেন। ইংরেজি কিং জেমস বাইবেল যিশাইয় ১৪:১২ পদে “Lucifer” শব্দটি ব্যবহার করে। সেই অধ্যায়ে যিশাইয় ১৪ বাবিলের রাজার বিরুদ্ধে কথা বলছে। অনেক খ্রীষ্টান সেখানে বর্ণিত অহংকারী পতনকে শয়তানের বিদ্রোহের একটি চিত্র বলেও বুঝেছেন। যিশাইয় ১৪ ও যিহিষ্কেল ২৮ ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত তা নিয়ে খ্রীষ্টানদের মতভেদ আছে, তাই এই নির্দেশিকা ভান করে না যে সেই অংশগুলো যা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। শাস্ত্র স্পষ্টভাবে যা বলে তা হলো, শয়তান একজন সৃষ্ট আত্মিক সত্তা যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের বিরোধী।

যিহিষ্কেল ২৮ আমাদের কী দেখায়?

যিহিষ্কেল ২৮:১২-১৭ সোরের রাজার উদ্দেশে বলা হয়েছিল, কিন্তু অনেক খ্রীষ্টান এর ভাষায় পতনের আগের শয়তানের একটি চিত্রও দেখেন। অংশটি এদনের সঙ্গে যুক্ত, মহা প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্যের অধিকারী একজনকে এবং “অভিযুক্ত আচ্ছাদনকারী করুব”-কে বর্ণনা করে। এতে বলা হয়েছে তাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার মধ্যে পাপ পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত সে তার আচরণে নির্দোষ ছিল।

“তুমি পূর্ণতার মুদ্রাঙ্ক, প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যে সিদ্ধ ছিলে।” — যিহিষ্কেল ২৮:১২ (BOV)

“তুমি অভিযুক্ত আচ্ছাদনকারী করুব ছিলে... তোমার সৃষ্টির দিন অবধি তোমার আচরণ নিখুঁত ছিল, পরিশেষে তোমাতে অধর্ম্ম পাওয়া গেল।” — যিহিষ্কেল ২৮:১৪-১৫ (BOV)

মূল্যবান পাথর এবং ঈশ্বরের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

ইংরেজি কিং জেমস বাইবেলে যিহিষ্কেল ২৮:১৩ এই সুন্দর সত্তার সঙ্গে যুক্ত নয় রকম মূল্যবান পাথরের নাম করে। কিছু বাইবেল শিক্ষক সেই নয়টি পাথরকে ঈশ্বরের গৌরবে পূর্ণ নগর, প্রকাশিত বাক্য ২১:১৯-২০ পদের নূতন যিরূশালেমের বারোটি ভিত্তিপ্রস্তরের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁরা এমন একটি সৃষ্ট সত্তার চিত্র দেখেন যে ঈশ্বরের গৌরবের অনুকরণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সবসময় ব্যর্থ হয়েছে।

এটি একটি আকর্ষণীয় চিত্র, কিন্তু আমাদের এটি সাবধানে বলা উচিত। প্রকাশিত বাক্য ২১-এর বারোটি পাথর নূতন যিরূশালেমের ভিত্তি বর্ণনা করে, স্বয়ং ঈশ্বরকে নয়। প্রকাশিত বাক্য যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট জনকে সরাসরি বর্ণনা করে, তখন সূর্য্যকান্ত মণি, সাদ্দীয় মণি এবং পান্নার মতো একটি মেঘধনুর সৌন্দর্য ব্যবহার করে (প্রকাশিত বাক্য ৪:৩)। বাইবেল সরাসরি বলে না, “লুসিফারের নয়টি পাথর ছিল কারণ সে ঈশ্বরের বারোটির অনুকরণ করছিল।” সেই তুলনা একটি ব্যাখ্যা, শাস্ত্রে পাওয়া কোনো বাক্য নয়।

বাইবেল যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে তা হলো তার মধ্যে অহংকার বেড়েছিল। যিশাইয় সেই অহংকারী কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন, “আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।” তাই মূল সত্য সহজ: একজন সৃষ্ট সত্তা সেই স্থান ও গৌরব চেয়েছিল যা শুধু ঈশ্বরের। সে যতই সুন্দর বা শক্তিশালী হোক, সে তবু ঈশ্বরের সৃষ্ট ছিল এবং কখনো ঈশ্বর হতে পারত না।

“আমি মেঘমালার উচ্চস্থলী সকলের উপরে উঠিব, আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।” — যিশাইয় ১৪:১৪ (BOV)

যিহিষ্কেল ২৮ ও যিশাইয় ১৪ সরাসরি শয়তানকে কতটা বর্ণনা করে তা নিয়ে খ্রীষ্টানদের মতভেদ আছে, তাই এই নির্দেশিকা প্রতিটি খুঁটিনাটিকে নিশ্চিত হিসেবে উপস্থাপন করবে না। কিন্তু একসঙ্গে এই অংশগুলো অনেক খ্রীষ্টানকে সৌন্দর্য, অহংকার, বিদ্রোহ এবং ঈশ্বরের দেওয়া স্থানের উর্ধ্ব উঠতে চাওয়া একজন সৃষ্ট সত্তার একটি স্পষ্ট চিত্র দেয়।

মনে রাখুন: শয়তান ঈশ্বরের সমকক্ষ নয়। খ্রীষ্টধর্ম শেখায় না যে ঈশ্বর ও শয়তান বিশ্বজগৎ নিয়ে লড়াই করা দুটি সমান শক্তি। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা। শয়তান একটি সৃষ্ট প্রাণী, এবং তার ক্ষমতা সীমিত।

তার কী হয়েছিল?

বাইবেল অহংকার, বিদ্রোহ এবং পাপী দূতদের পতন বর্ণনা করে। যীশু বলেছেন, “আমি শয়তানকে বিদ্যুতের মত স্বর্গ হইতে পড়িতে দেখিতেছিলাম।” পিতর পাপ করা দূতদের কথা বলেন, আর যিহুদা বলেন সেই দূতদের কথা যারা “আপনাদের আদিপদ রক্ষা করে নাই।” প্রকাশিত বাক্য শয়তান ও তার দূতদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংঘাতে এবং শেষে নিষ্কিণ্ট হওয়ার চিত্র আঁকে।

“তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের মত স্বর্গ হইতে পড়িতে দেখিতেছিলাম।” — লূক ১০:১৮ (BOV)

“কারণ ঈশ্বর যখন পাপ করিয়াছিল যে দূতগণ, তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন নাই...” — ২ পিতর ২:৪ (BOV)

“আর যে দূতগণ আপনাদের আদিপদ রক্ষা না করিয়া...” — যিহুদা ৬ (BOV)

শয়তানের বিদ্রোহের শুরু সম্পর্কে আমরা যত খুঁটিনাটি জানতে চাই বাইবেল তার সবটা দেয় না। পরবর্তী ঐতিহ্য বা অনুমানকে শাস্ত্রে পরিণত করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাইবেল যা স্পষ্ট করে: শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সে ঈশ্বরের লোকদের বিরোধিতা করে, এবং ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তার পরিণতি ঠিক করে রেখেছেন।

শয়তান এখন কী করে?

শাস্ত্রে শয়তানের পদ্ধতির মধ্যে আছে প্রলুব্ধ করা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, অভিযুক্ত করা, হতাশ করা এবং মানুষকে ঈশ্বরের উপর ভরসা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। যীশু তাকে বলেছেন “মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পিতা।” পিতর বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছেন যে দিয়াবল “গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।”

“...সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পিতা।” — যোহন ৮:৪৪ (BOV)

“তোমরা মিতাচারী হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের প্রতিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।” — ১ পিতর ৫:৮ (BOV)

শয়তান কি ঈশ্বরের সামনে গিয়ে বিশ্বাসীদের অভিযুক্ত করে?

ইয়োবের পুস্তকে শয়তান ঈশ্বরের সামনে হাজির হয় এবং ইয়োবের বিশ্বস্ততাকে চ্যালেঞ্জ করে। সখরিয় ৩ অধ্যায়ে শয়তান মহাজনক যিহোশূয়কে অভিযুক্ত করতে দাঁড়ায়। প্রকাশিত বাক্য শয়তানকে “আমাদের ভ্রাতৃগণের অভিযোগকারী” বলে। এই অংশগুলো দেখায় যে দোষারোপ তার স্বভাবের অংশ।

ইয়োব একটি আশ্বাসজনক বিষয়ও শেখায়: শয়তান যা খুশি তা করতে পারত না। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং সীমা ঠিক করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি সমস্যা, অসুস্থতা, প্রলোভন বা কঠিন সময়ের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শয়তানকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। আমরা এক পতিত জগতে বাস করি, আমাদের নিজেদের পছন্দের পরিণতি আছে, অন্য মানুষও পছন্দ করে, এবং শাস্ত্র দেখায় পরীক্ষার একাধিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু অভিযোগ, প্রলোভন বা মিথ্যা এলে খ্রীষ্টানদের বলা হয়েছে দিয়াবলকে প্রতিরোধ করতে এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে।

“অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।” — যাকোব ৪:৭ (BOV)

আপনাকে তাকে ভয় পেতে হবে না

আপনি যদি যীশু খ্রীষ্টের হন, আপনার নিরাপত্তা শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী বা চালাক হওয়ার উপর নির্ভর করে না। আপনার ভরসা যীশুতে। শয়তান প্রলুব্ধ করতে ও অভিযুক্ত করতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্ট ত্রুশে যা করেছেন তা সে মুছে ফেলতে পারে না।

“...তোমাদের মধ্যে যিনি, তিনি জগতের মধ্যে যে, তাহা অপেক্ষা মহান।” — ১ যোহন ৪:৪ (BOV)

যখন আপনি ব্যর্থ হন, লজ্জায় যীশুর কাছ থেকে পালিয়ে যাবেন না। যা ঘটেছে তা স্বীকার করুন, তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করুন, আবার উঠে দাঁড়ান, এবং তাঁকে অনুসরণ করতে থাকুন। শত্রু চায় লজ্জা আপনাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিক। সুসমাচার আপনাকে যীশুর কাছে ফিরে ডাকে।

শয়তানের চূড়ান্ত পরিণতি কী?

শয়তানের চূড়ান্ত গন্তব্য অনিশ্চিত নয়। যীশু বলেছেন “দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য প্রস্তুত করা যে অনন্ত অগ্নি।” প্রকাশিত বাক্য বলে, দিয়াবল শেষে অগ্নিহুদে নিষ্কিপ্ত হবে। শয়তান রাজার মতো নরক শাসন করে না; নরক তার জন্য বিচার, তার বিজয়ের রাজ্য নয়।

“...হে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য প্রস্তুত করা যে অনন্ত অগ্নি, তাহাতে যাও।” — মথি ২৫:৪১ (BOV)

“আর তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছিল যে দিয়াবল, সে অগ্নি ও গন্ধকের হুদে নিষ্কিপ্ত হইল...” — প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ (BOV)

খ্রীষ্টানরা আশার স্থান থেকে আত্মিক মন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত। যীশুই প্রভু।

ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ম

ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের ভয়, কুসংস্কার, তাবিজ বা শারীরিক সহিংসতা দিয়ে আত্মিক মন্দের বিরুদ্ধে লড়াইতে বলেন না। ইফিষীয় ৬ বিশ্বাসীদের বলে “ঈশ্বরের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ কর।” এই বর্ম হলো আত্মিক সত্য ও অভ্যাসের একটি চিত্র, যা ঈশ্বর আমাদের দেন যেন আমরা দৃঢ় থাকতে পারি।

“ঈশ্বরের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ কর, যেন দিয়াবলের নানা ছলনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পার।” — ইফিষীয় ৬:১১ (BOV)

১. সত্যের কটিবন্ধনী

এর অর্থ: মিথ্যা, ভয়, গুজব, বা ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত অনুভূতির উপর নয়, যা সত্য তার উপর আপনার জীবন গড়ুন।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: বাইবেল আসলে কী বলে তা জানুন। কোনো চিন্তা যখন বলে, “ঈশ্বর তোমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না,” সেই মিথ্যাকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। সত্য বলুন। প্রতারণা প্রত্যাখ্যান করুন।

“অতএব সত্যে কটিবন্ধন করিয়া দাঁড়াও...” — ইফিষীয় ৬:১৪ (BOV)

২. ধার্মিকতার বুকপাটা

এর অর্থ: বুকপাটা হৃদয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রক্ষা করে। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া ধার্মিকতায় দাঁড়ান এবং ঈশ্বরের সামনে যা ন্যায্য সেভাবে জীবন যাপন করতেও আহুত হন।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: পাপের সঙ্গে আপস করবেন না। ব্যর্থ হলে লুকিয়ে না থেকে তা স্বীকার করে যীশুর কাছে ফিরে আসুন। সততা, দয়া, শুচিতা, করুণা ও বাধ্যতা বেছে নিন।

“...এবং ধার্মিকতার বুকপাটা পরিয়া;” — ইফিষীয় ৬:১৪ (BOV)

৩. শান্তির সুসমাচারে প্রস্তুত পা

এর অর্থ: ভালো জুতা সৈনিককে দৃঢ় ভিত্তি দেয়। যীশুর সুসংবাদ আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির ভিত্তি দেয় এবং সেই সুসংবাদ অন্যদের কাছে নিয়ে যেতে প্রস্তুত করে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: যীশু আপনার জন্য যা করেছেন তা মনে রাখুন। ভয়ের বদলে আশা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকুন। কঠিন জায়গায় যান এই জেনে যে আপনার শান্তি খ্রীষ্ট থেকে আসে।

“এবং শান্তির সুসমাচার-জনিত সুসজ্জতার পাদুকা পায়ে দিয়া;” — ইফিষীয় ৬:১৫ (BOV)

৪. বিশ্বাসের ঢাল

এর অর্থ: বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের উপর ভরসা। পৌল বলেন এই ঢাল “সেই পাপাত্মার জ্বলন্ত তীর” নিভিয়ে দিতে পারে। সেই তীরগুলো আসতে পারে ভয়, প্রলোভন, দোষারোপ, সন্দেহ বা হতাশার রূপে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: ঈশ্বর কী করছেন তা দেখতে না পেলে তাঁর স্বভাব ও প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রাখুন। বিশ্বাস মানে প্রশ্ন নেই এমন ভান করা নয়; এর মানে সেই প্রশ্নগুলো ঈশ্বরকে ছেড়ে না গিয়ে তাঁর কাছে আনা।

“এই সকলের উপরে বিশ্বাসরূপ ঢাল তুলিয়া লও, তদ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মার সমস্ত জ্বলন্ত তীর নিব্বাণ করিতে পারিবে।” — ইফিষীয় ৬:১৬ (BOV)

৫. পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ

এর অর্থ: শিরস্ত্রাণ মাথা রক্ষা করে। আপনার পরিত্রাণের কথা মনে রাখা হতাশা ও দোষারোপ থেকে আপনার চিন্তাকে রক্ষা করে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে পরিত্রাণ যীশু খ্রীষ্টের উপর ভিত্তি করে, আপনার ত্রুটিহীন হওয়ার ক্ষমতার উপর নয়। শত্রু যখন বলে, “তুমি ব্যর্থ হয়েছ, তাই ঈশ্বর তোমাকে শেষ করে দিয়েছেন,” তখন সুসমাচার ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কাছে ফিরে যান।

“আর পরিত্রাণের উম্মীষ গ্রহণ কর...” — ইফিষীয় ৬:১৭ (BOV)

৬. আত্মার খড়্গ - ঈশ্বরের বাক্য

এর অর্থ: খড়্গই একমাত্র অংশ যাকে অস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পৌল একে “ঈশ্বরের বাক্য” বলে চিহ্নিত করেন। যীশু শাস্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করে শয়তানের প্রলোভনের উত্তর দিয়েছিলেন।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: বাইবেল পড়ুন, প্রসঙ্গসহ বুঝুন, এর সত্যগুলো মনে রাখুন, এবং মিথ্যা বা প্রলোভন এলে তা প্রয়োগ করুন। শাস্ত্র কোনো জাদুমন্ত্র নয়; এটি ঈশ্বরের সত্য, যা বিশ্বাস ও পালন করতে হয়।

“...আর আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য, গ্রহণ কর;” — ইফিষীয় ৬:১৭ (BOV)

৭. প্রার্থনা - ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন

পৌল সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার কথা বলে চলেন। প্রার্থনাকে বর্মের আলাদা অংশ হিসেবে দেখানো হয়নি, কিন্তু এটি পুরো যুদ্ধকে ঘিরে রাখে। আপনি ঈশ্বরের বর্ম পরে তারপর একা লড়েন না।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: সারাদিন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলুন। প্রলোভনের আগে, প্রলোভনের সময় এবং ব্যর্থতার পরে সাহায্য চান। অন্য বিশ্বাসীদের জন্যও প্রার্থনা করুন।

“সর্বপ্রকার প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর...” — ইফিষীয় ৬:১৮ (BOV)

প্রতিদিন সকালে বর্ম পরার একটি সহজ উপায়

আপনার কোনো আচার বা বিশেষ সূত্রের দরকার নেই। আপনি সহজভাবে প্রার্থনা করতে পারেন:

যীশু, আজ আমাকে সত্যে চলতে সাহায্য কর।

যা ন্যায্য তা বেছে নিতে এবং মনে রাখতে সাহায্য কর যে আমার ধর্মিকতা ও পরিত্রাণ তোমাতেই পাওয়া যায়।

আমাকে শান্তি দাও এবং তোমার সুসংবাদ ভাগ করে নিতে প্রস্তুত কর।

ভয়, সন্দেহ, প্রলোভন বা অভিযোগ এলে তোমার উপর ভরসা করতে সাহায্য কর।

পরিত্রাণের সত্য দিয়ে আমার মন রক্ষা কর।

আমাকে তোমার বাক্য শেখাও এবং তা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য কর।

প্রার্থনায় আমাকে তোমার কাছাকাছি রাখ। আজ আমাকে দৃঢ় থাকতে সাহায্য কর।

যীশুর নামে, আমেন।

যখন আপনি প্রলুব্ধ বা অভিযুক্ত হন

থামুন। প্রার্থনা করুন। কী ঘটছে তা ঠিক ঠিক যীশুকে বলুন। পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে এমন কোনো শাস্ত্রবাক্য জানা থাকলে ধীরে ধীরে তা পড়ুন। না জানলে বাইবেল খুলুন এবং একজন পরিণত খ্রীষ্টানকে তা খুঁজে পেতে সাহায্য করতে বলুন। যেসব পরিস্থিতি পাপ করা সহজ করে, সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন। অন্য একজন বিশ্বস্ত বিশ্বাসীকে আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে বলুন।

আপনি যদি পড়ে যান, নিজেকে আশাহীন বলে ধরে নেবেন না। আপনার পাপ স্বীকার করুন, ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করুন, যা ঘটেছে তা থেকে শিখুন, এবং যীশুকে অনুসরণ করতে থাকুন।

“যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং সমস্ত অধর্ম হইতে আমাদেরকে শুচি করিবেন।” — ১ যোহন ১:৯ (BOV)

কীভাবে প্রার্থনা করবেন শিখুন . পরিত্রাণ ও ক্ষমা আবার দেখুন . সম্পূর্ণ নির্দেশিকা অফলাইনে সংরক্ষণ করুন

লক্ষ লক্ষ মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলে — কী ঘটে থাকতে পারে?

রেপচার (উত্থান), মহাক্লেশ এবং নিখোঁজ প্রিয়জনদের সম্পর্কে সান্ত্বনার একটি শান্ত, বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যা।

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

রেপচার (উত্থান) কী?

রেপচার হলো খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস যে যীশু বিশ্বাসীদের নিজের কাছে একত্র করবেন। এই সাইট সেই বিশ্বাসের জন্য ব্যবহৃত বাইবেলের অংশগুলো ব্যাখ্যা করে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে আমার কী করা উচিত?

প্রথমে যতটা পারেন শান্ত ও নিরাপদ থাকুন। তারপর যীশু ও পরিত্রাণ সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা জানুন। একবারে সবকিছু বুঝতে হবে না।

রেপচারের পরেও কি আমি খ্রীষ্টান হতে পারি?

এই নির্দেশিকা শেখায় যে একজন মানুষ এখনও যীশুর দিকে ফিরতে, তাঁর উপর ভরসা করতে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে পারে। বাইবেল মানুষকে সুযোগ থাকতেই খ্রীষ্টের কাছে আসতে ডাকে।

সব মানুষের সঙ্গে এইমাত্র কী হলো?

আপনি যদি খুঁজছেন কারণ মানুষ হঠাৎ নিখোঁজ, লক্ষ লক্ষ মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেছে, বা আপনি প্রশ্ন করছেন “সবাই কোথায় গেল?”, তাহলে আপনি হয়তো প্রথমবার খ্রীষ্টীয় শব্দ রেপচার (উত্থান) শুনছেন। এই পাতা ব্যাখ্যা করে, যীশুর সঙ্গে মিলিত হতে বিশ্বাসীদের তুলে নেওয়া সম্পর্কে বাইবেল কী বলে, যাকে খ্রীষ্টানরা রেপচার বলেন,

এবং এরপর কী আসতে পারে সে সম্পর্কে বাইবেল কী বলে।

আপনার প্রিয় কেউ নিখোঁজ হলে আশা ছাড়বেন না, বা অনলাইনে দেখা প্রতিটি ভীতিকর দাবি বিশ্বাস করবেন না। আসলে কী ঘটেছে তা যাচাই করুন, বাইবেলের অংশগুলো নিজে পড়ুন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যীশু কে এবং কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন তা জানুন।

রেপচার (উত্থান) কী?

রেপচার শব্দটি অনেক খ্রীষ্টান ১ থিমলনীকীয় ৪:১৩-১৮-তে বর্ণিত ঘটনার নাম হিসেবে ব্যবহার করেন। সেই অংশ বলে, খ্রীষ্টে মৃতেরা উঠবে এবং জীবিত বিশ্বাসীদের তাদের সঙ্গে আকাশে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে “তুলে নেওয়া” হবে।

১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৩ বলে, বিশ্বাসীরা হঠাৎ রূপান্তরিত হবে, “এক মুহূর্তে, চক্ষুর পলকে।” যোহন ১৪:১-৩ বলে, যীশু স্থান প্রস্তুত করবেন এবং তাঁর লোকদের নিজের কাছে নিতে আবার আসবেন।

যদি সত্যিই গণ-অন্তর্ধান ঘটে থাকে: ঘটনাটি সাবধানে যাচাই করুন। তারপর যা ঘটেছে তা এই অংশগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। ধরে নেবেন না যে অনলাইনের প্রতিটি ব্যাখ্যা সত্য।

মহাক্লেশের সময় কী ঘটে?

মহাক্লেশ মানে অত্যন্ত বড় সংকট ও কষ্টের একটি সময়। এই নির্দেশিকায় “মহাক্লেশ” বলতে দানিয়েল, মথি, ২ থিমলনীকীয় ও প্রকাশিত বাক্যে বর্ণিত ভবিষ্যতের সেই সময়কে বোঝায়, যখন মন্দ বাড়ে, ঈশ্বর জগতের বিচার করেন, এবং সেই পশু বিরাট ক্ষমতা অর্জন করে।

প্রকাশিত বাক্য ৬-৮: সাতটি মুদ্রা—জয়, যুদ্ধ, অভাব, মৃত্যু, শহীদত্ব এবং বড় বড় বিপর্যয়।

প্রকাশিত বাক্য ৮-১১: সাতটি তুরীর বিচার এবং দুই সাক্ষী।

প্রকাশিত বাক্য ১২-১৩: তীব্র সংঘাত, সেই পশু, ভণ্ড ভাববাদী এবং ছাপ।

প্রকাশিত বাক্য ১৫-১৬: সাতটি বাটির বিচার।

প্রকাশিত বাক্য ১৭-১৮: বাবিল ও তার বিচার।

প্রকাশিত বাক্য ১৯: যীশু ক্ষমতায় দৃশ্যমানভাবে ফিরে আসেন।

প্রকাশিত বাক্য ২০: হাজার বছরের রাজত্ব, শয়তানের চূড়ান্ত পরাজয় এবং বৃহৎ শুভ্র সিংহাসনের বিচার।

দানিয়েল ৯:২৪-২৭ ইস্রায়েল ও যিরূশালেমের সঙ্গে যুক্ত সত্তর “সপ্তাহের” কথা বলে। এই নির্দেশিকা শেষ “সপ্তাহ”-কে সাত বছর বলে বোঝে। প্রকাশিত বাক্য ১,২৬০ দিন এবং ৪২ মাসের কথাও বলে। সব খুঁটিনাটি নিয়ে খ্রীষ্টানরা একমত নন, তাই বাইবেলের অংশগুলো নিজে পড়ুন।

যদি আপনার সন্তান বা প্রিয়জন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে

আপনি যদি মা, বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, স্বামী-স্ত্রী বা পরিবারের সদস্য হন, যিনি প্রিয় কাউকে মরিয়া হয়ে খুঁজছেন, আপনি যে ভয় ও ক্ষতির পরের দুঃখ অনুভব করছেন তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

যদি কোনো বয়সের কোনো মানুষ বাইবেলের রেপচারের সঙ্গে সত্যিই মেলে এমন একটি ঘটনায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে একই সময়ে অদৃশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এই নির্দেশিকার বিশ্বাস, রেপচার মহাক্লেশের আগে ঘটে, অনুযায়ী তারা যীশুর সঙ্গে নিরাপদ।

এর মধ্যে আছে শিশু, ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্ক মানুষ। দয়া করে আপনার প্রিয়জনকে একা, ভীত, আহত বা পরিত্যক্ত ভাববেন না। তারা প্রভুর সঙ্গে আছে।

আপনি হয়তো তাদের এত বেশি মিস করছেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু যদি এটি রেপচার (উত্থান) হয়, তবে এটি তাদের কাহিনির—বা আপনার কাহিনির—শেষ নয়। আমার আশা ও প্রার্থনা, আপনিও যীশুকে জানবেন এবং একদিন পুনর্মিলন হবে।

১ থিমলনীকীয় ৪:১৭: “আর এইরূপে আমরা সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।”

বাইবেল প্রতিটি বয়সের জন্য আলাদা করে রেপচারের কোনো পদ দেয় না। এই সান্ত্বনা এই নির্দেশিকার ব্যবহৃত বিশ্বাসের মধ্যে বলা হয়েছে যে রেপচার মহাক্লেশের আগে ঘটে: যাদের রেপচারে তুলে নেওয়া হয় তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে আছে। যীশু ছোট শিশুদের স্বাগত জানিয়েছেন (মার্ক ১০:১৪), এবং আমরা সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্তার উপর ভরসা করতে পারি যে তিনি ন্যায্য কাজই করবেন (আদিপুস্তক ১৮:২৫)।

পোষা প্রাণীদের কী হবে?

বাইবেল সরাসরি প্রতিশ্রুতি দেয় না যে কোনো নির্দিষ্ট পোষা প্রাণী পুনরুত্থিত হবে বা রেপচারে তুলে নেওয়া হবে। তবে এটি বলে যে প্রাণীরা ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তাঁরই। দেখুন আদিপুস্তক ১:২০-২৫ এবং গীতসংহিতা ৫০:১০-১১।

মথি ১০:২৯: যীশু বলেছেন, পিতার অজ্ঞাতে একটি চড়ুইও মাটিতে পড়ে না। **লুক ১২:৬** বলে, ঈশ্বরের সামনে একটি চড়ুইও বিস্মৃত হয় না।

রোমীয় ৮:১৯-২২ বলে, সৃষ্টি নিজেই ক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। যিশাইয় ১১:৬-৯ এবং যিশাইয় ৬৫:২৫ মশীহের শান্তিপূর্ণ রাজ্যে প্রাণীদের চিত্র আঁকে। আমাদের আশার কারণ আছে, কিন্তু শাস্ত্র যা বলে তার চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া উচিত নয়।

বাইবেল অনুসারে স্বর্গ কেমন?

বাইবেল অনন্তকাল নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে, কিন্তু একই সঙ্গে এক অসাধারণ আশাও দেয়। এই পাতার লক্ষ্য আপনাকে ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস করানো নয়। লক্ষ্য হলো শাস্ত্র কী শেখায় তা ব্যাখ্যা করা, আর মনোযোগ রাখা ঈশ্বরের ভালোবাসা, তাঁর আমন্ত্রণ, এবং যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তিনি যে ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন দিতে চান তার উপর।

নূতন যিরুশালেম, সোনার রাস্তা, সুন্দর পাথর, জীবন-নদী এবং চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা নিয়ে শাস্ত্রভিত্তিক একটি ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত।

স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে বাইবেল কী বলে?

বাইবেল স্বর্গ, বিচার, ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন এবং নরক সম্পর্কে বলে। এগুলো গুরুতর বিষয়, কিন্তু এই নির্দেশিকা আপনাকে ভয় দেখাতে নয়। এর উদ্দেশ্য আপনাকে ঈশ্বরের ভালোবাসা, ক্ষমা এবং যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়ার দিকে নির্দেশ করা। যীশু বলেছেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার দ্বারা না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।” — যোহন ১৪:৬ (BOV)

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

বাইবেল অনুসারে স্বর্গ কেমন?

বাইবেল স্বর্গকে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন বলে বর্ণনা করে, যেখানে মন্দ, মৃত্যু, দুঃখ ও ব্যথা চিরকাল থাকবে না।

আমি কীভাবে জানব যে আমি স্বর্গে যাব?

স্বর্গের খ্রীষ্টীয় আশা যীশুর উপর ভিত্তি করে, নিখুঁত হওয়ার উপর নয়। ক্ষমা ও পরিত্রাণের জন্য তাঁর উপর ভরসা করুন।

স্বর্গে কি আমি নিজেই থাকব?

বাইবেল শেখায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের জানেন এবং অনন্ত জীবন তাঁর সঙ্গে প্রকৃত জীবন। কিছু বিষয় পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি, তাই এই নির্দেশিকা সবকিছু জানার ভান করে না।

স্বর্গ কি সত্যি? আমি কীভাবে স্বর্গে যেতে পারি?

আপনি যদি ভাবছেন স্বর্গ কেমন, স্বর্গ সত্যি কি না, মৃত্যুর পর কী হয়, বা একজন মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন পেতে পারে, বাইবেল আমাদের যীশু খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করে। স্বর্গকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের উপস্থিতি, জীবন, শান্তি ও আশার স্থান, যারা তাঁর তাদের জন্য।

বাইবেল নরক, বিচার, পাপ এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ নিয়েও গুরুত্ব দিয়ে বলে। এই নির্দেশিকা আপনাকে ভয় দেখাতে সেসব বিষয় তোলেনি। এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে কারণ বাইবেলের ক্ষমা, পরিত্রাণ পাওয়া, ভালোবাসা ও আশার বার্তা গুরুত্বপূর্ণ।

স্বর্গ ও ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্য কেমন হবে?

সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি সোনা বা রত্ন নয়। তা হলো: ঈশ্বরের লোকেরা চিরকাল যীশুর সঙ্গে থাকবে।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করবেন। প্রকাশিত বাক্য ২১:৩-৪ বলে, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে থাকবেন, আর মৃত্যু, দুঃখ, কান্না বা ব্যথা আর থাকবে না।

ঈশ্বরের গৌরবে পূর্ণ একটি নগর। প্রকাশিত বাক্য ২১ নূতন যিরুশালেমকে ঈশ্বরের গৌরবে উজ্জ্বল বলে বর্ণনা করে। এর প্রাচীর সূর্য্যকান্ত মণির সঙ্গে সম্পর্কিত, নগরটি স্বচ্ছ কাচের মতো খাঁটি সোনার, আর প্রাচীরের ভিত্তিগুলো সুন্দর পাথরে সাজানো।

মুক্তার তোরণ ও সোনার রাস্তা। প্রকাশিত বাক্য ২১:২১ বলে, বারোটি তোরণ বারোটি মুক্তা এবং নগরের রাস্তা খাঁটি সোনার, “স্বচ্ছ কাচের ন্যায়।”

নগরকে আলো দিতে সূর্যের দরকার নেই। প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩ বলে, নগরে আলো দেওয়ার জন্য সূর্য বা চাঁদের প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বরের গৌরব তাকে আলো দেয় এবং মেষশাবকই তার প্রদীপ। এর থেকে আমাদের বলতে হয় না যে সূর্য আর থাকবে না; শাস্ত্র বলে, নগরের আলোর জন্য সূর্যের দরকার নেই।

জীবন-জলের নদী। প্রকাশিত বাক্য ২২:১ ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বের হওয়া স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, জীবন-জলের একটি খাঁটি নদীর ছবি আঁকে।

জীবন-বৃক্ষ। প্রকাশিত বাক্য ২২:২ জীবন-বৃক্ষকে নদীর ধারে রাখে এবং তার ফল ও পাতার কথা বলে।

কোনো অভিশাপ নেই। ঈশ্বরের মুখ। কোনো রাত নেই। প্রকাশিত বাক্য ২২:৩-৫ বলে, আর কোনো অভিশাপ থাকবে না, ঈশ্বরের দাসেরা তাঁর সেবা করবে, তারা তাঁর মুখ দেখবে, এবং প্রভু ঈশ্বর তাদের আলো দেবেন।

“আর এইরূপে আমরা সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।” — ১ থিমলোনীকীয় ৪:১৭ (BOV)

যারা খ্রীষ্টের, তাদের ভবিষ্যৎকে শাস্ত্র তুলে ধরে জীবন, সৌন্দর্য, পবিত্রতা, উপাসনা, সেবা, ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে থাকা এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি হিসেবে।

ঈশ্বর যা ভালো তা সৃষ্টি করেছেন — চিরকালীন বিচ্ছেদের অর্থ কী

ঈশ্বর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, জীবন এবং প্রতিটি উত্তম দানের সৃষ্টিকর্তা। বাইবেল শুরু হয় একটি ভালো সৃষ্টি দিয়ে এবং শেষ হয় ঈশ্বরের তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে একটি পুনঃস্থাপিত সৃষ্টিতে বাস করার মধ্য দিয়ে।

সৃষ্টি ঈশ্বরের কাজ ছিল এবং তা ভালো ছিল। আদিপুস্তক ১ বলে, ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, আলো, স্থল, সমুদ্র, গাছপালা, জীবন্ত প্রাণী এবং মানুষ সৃষ্টি করলেন। আদিপুস্তক ১:৩১ বলে, ঈশ্বর তাঁর তৈরি সবকিছু দেখলেন, “আর দেখ, তাহা অতি উত্তম।”

প্রতিটি উত্তম দান ঈশ্বর থেকে আসে। যাকোব ১:১৭ বলে, “সমস্ত উত্তম দান ও সমস্ত সিদ্ধ বর উর্দ্ধ হইতে আইসে।” প্রেরিত ১৭:২৫ বলে, ঈশ্বর “জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই” দেন।

মুক্তিপ্রাপ্তরা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের উত্তরাধিকারী হয়। প্রকাশিত বাক্য ২১–২২ বর্ণনা করে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে বাস করছেন, নূতন যিরূশালেম, জীবন-নদী, জীবন-বৃক্ষ, ঈশ্বরের আলো, কোনো অভিশাপ নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কান্না নেই, ব্যথা নেই।

তাহলে চিরকালের জন্য ঈশ্বর থেকে আলাদা হওয়ার মানে কী?

অনন্ত বিচারকে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আশীর্বাদপূর্ণ জীবন হারানো বলে বোঝা যুক্তিসঙ্গত – তাঁর অনুগ্রহ, রাজ্য, সান্ত্বনা এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে যারা তাঁর কাছে ফিরে এসেছে তাদের তিনি যে ভালো জিনিস দেন তা হারানো। সত্যিকারের ভালো সবকিছুর উৎস ঈশ্বর। তাই অনন্তকালের সবচেয়ে বড় ধন সোনা, রত্ন, নদী বা নূতন যিরূশালেমের সৌন্দর্য নয়। সবচেয়ে বড় ধন স্বয়ং ঈশ্বর: তাঁর লোকেরা তাঁর মুখ দেখবে এবং চিরকাল তাঁর সঙ্গে থাকবে।

সৃষ্টির সব সুন্দর জিনিসের কথা ভাবলে—আলো, জল, জীবন্ত প্রাণী, সম্পর্ক, শান্তি, স্বস্তি ও জীবন নিজেই—আমার মনে পড়ে, প্রতিটি ভালো দানের উৎস ঈশ্বর। বাইবেল চূড়ান্ত বিচারের প্রতিটি বাহ্যিক খুঁটিনাটি বর্ণনা করে না, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে চিরস্থায়ী জীবন এবং দ্বিতীয় মৃত্যুর মধ্যে হৃদয়বিদারক পার্থক্য দেখায়। সেজন্যই আমি চাই আপনি জানুন যে ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে আপনাকে তাঁর সঙ্গে জীবনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

নরক, চূড়ান্ত বিচার এবং ঈশ্বর থেকে চিরকালীন বিচ্ছেদ

আমি জানি এটি পড়া কঠিন অংশ। আমি শুধু স্বর্গের কথাই বলতে চাইতাম। কিন্তু যিনি এটি পড়ছেন তাঁর জন্য আমার যত্ন থাকলে, অনন্তকাল সম্পর্কে যীশু যা বলেছেন তাও আমাকে জানাতে হবে—আপনাকে লজ্জা দিতে বা ভয় দেখিয়ে বিশ্বাসের ভান করাতে নয়, বরং আপনার জীবন এবং আপনার অনন্তকাল গুরুত্বপূর্ণ বলে।

ধনী ব্যক্তি ও লাসার — লুক ১৬:১৯-৩১

যীশু একজন ধনী মানুষ ও লাসার নামে একজন গরিব মানুষের কথা বলেন। মৃত্যুর পর লাসার সান্ত্বনা পান, আর ধনী ব্যক্তি যন্ত্রণায় থাকে। ধনী ব্যক্তি সচেতন, সে তার জীবন ও ভাইদের মনে রাখে, স্বস্তির জন্য আকুল হয়, আর তার জিভ ঠান্ডা করার জন্য জল চায়। অব্রাহাম তাকে বলেন, তাদের মধ্যে একটি “মহা ব্যবধান” স্থির করা আছে, যাতে তা পার হওয়া যায় না। তখন ধনী ব্যক্তি চায় তার ভাইদের সতর্ক করা হোক।

এই অংশে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে যে ধনী ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষদের মনে রাখে এবং চায় তাদের সতর্ক করা হোক। আমি একই কারণে আপনার সঙ্গে এই শাস্ত্রবাক্যগুলো ভাগ করছি: আমি চাই যীশুর দিকে ফেরার সময় থাকতেই আপনি জানুন। প্রকাশিত বাক্য ২০ চূড়ান্ত বিচার বর্ণনা করে, যখন মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহুদে নিষ্কিপ্ত হয়, যাকে দ্বিতীয় মৃত্যু বলা হয়।

“ঈশ্বর থেকে আলাদা” মানে কী?

এর মানে এই নয় যে ঈশ্বর আর সার্বভৌম নন বা কোনোভাবে সেই স্থান জানতে পারেন না। এর মানে ঈশ্বর যাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে এনেছেন তাদের যে জীবন, সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ দেন, তা থেকে বাইরে থাকা। ২ থিমলোনীকীয় ১:৮-৯ বলে চিরকালীন বিনাশের কথা, “প্রভুর সম্মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে।” মথি ২৫:৪৬ চিরকালীন শাস্তির সঙ্গে অনন্ত জীবনের পার্থক্য দেখায়। প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ চূড়ান্ত বিচার ও অগ্নিহুদ বর্ণনা করে।

শাস্ত্র একটি ভয়াবহ পার্থক্য দেখায়: মুক্তিপ্রাপ্তরা ঈশ্বরের পুনঃস্থাপিত সৃষ্টি, জীবন-নদী ও জীবন-বৃক্ষ, তাঁর আলো, তাঁর রাজ্য, তাঁর মুখ এবং তাঁর লোকদের সঙ্গে জীবনের উত্তরাধিকারী হয়; চূড়ান্ত বিচার হলো ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আশীর্বাদপূর্ণ জীবন থেকে বাদ পড়া।

শয়তান নরকের শাসক নয়। মথি ২৫:৪১ বলে, চিরস্থায়ী আগুন দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ বলে, দিয়াবল নিজেই সেখানে বিচারিত হয়।

দয়া করে জানুন: ঈশ্বর এখনও আপনাকে খ্রীষ্টের কাছে আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

“কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।” — রোমীয় ১০:৯ (BOV)

কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন পড়ুন

বাইবেলের ভাববাণী — প্রকাশিত বাক্য এবং এরপর কী আসছে

বাইবেলের ভাববাণী অভিভূত করে দিতে পারে। এই লেখা আতঙ্ক তৈরি করতে বা আপনাকে কোনো সিদ্ধান্তের জন্য চাপ দিতে নয়। অংশগুলো সাবধানে পড়ুন, প্রশ্ন করুন, এবং মনে রাখুন কেন্দ্রীয় বার্তা হলো ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে আছেন, আর যীশু আশা, ক্ষমা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জীবন দেন।

প্রকাশিত বাক্য, দানিয়েল, মহাক্লেশ, প্রতারণা, সেই পশু এবং যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার একটি সহজ নির্দেশিকা।

মহাক্লেশের সময় আমি কীভাবে প্রতারণা এড়াব?

যীশু তাঁর শেষকালের শিক্ষা শুরু করেন এই সতর্কবাণী দিয়ে, “দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে ভ্রান্ত না করে” (মথি ২৪:৪)। মথি ২৪:২৪ ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীদের সম্পর্কে সতর্ক করে। ২ থিমলোনীকীয় ২:৮-১২ এবং প্রকাশিত বাক্য ১৩-ও শক্তিশালী প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করে।

প্রকাশিত বাক্য ১৩ সেই পশু নামে একজন ক্ষমতামূলী শাসক এবং আরেকজন ব্যক্তির কথা বর্ণনা করে, যাকে প্রায়ই ভণ্ড ভাববাদী বলা হয়। প্রকাশিত বাক্য ১৩ কেনাবেচার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ছাপও বর্ণনা করে। প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১২ ছাপটিকে সেই পশুর প্রতি উপাসনা ও আনুগত্যের সঙ্গে যুক্ত করে।

গুরুত্বপূর্ণ: বাইবেল ছাপটিকে কোনো দুর্ঘটনাজনিত ভুল হিসেবে তুলে ধরে না। আশপাশের বাইবেলীয় চিহ্ন ছাড়া প্রতিটি নতুন প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থ-পরিশোধ ব্যবস্থা, পরিচয়পত্র বা রাজনৈতিক নেতাকে সেই পশু বা ছাপ বলে চিহ্নিত করবেন না।

দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য কী বলে? — একটি সহজ নির্দেশিকা

দানিয়েল ২: একের পর এক পার্থিব রাজ্য এবং ঈশ্বরের চূড়ান্ত রাজ্য। **দানিয়েল ৭:** পশুর রূপে দেখানো রাজ্যগুলো এবং মনুষ্যপুত্রের আসন্ন রাজত্ব। **দানিয়েল ৮:** পরবর্তী রাজ্যগুলো এবং এমন এক শাসককে নিয়ে দর্শন, যে শেষকালের বাইবেলের ভাববাণীতে আবার দেখা যাওয়া বিষয়গুলোর পূর্বাভাস দেয়। **দানিয়েল ৯:** সত্তর সপ্তাহের বাইবেলীয় ভাববাণী। **দানিয়েল ১০-১২:** আত্মিক যুদ্ধ, অভূতপূর্ব সংকটের সময়, মৃতদের মধ্য থেকে উঠা, এবং ১,২৯০ ও ১,৩৩৫ দিনের উল্লেখ।

প্রকাশিত বাক্য ১-৩: যীশু ও মণ্ডলীগুলো। **৪-৫:** ঈশ্বরের সিংহাসন ও মেঘশাবক। **৬-৮:** মুদ্রা। **৮-১১:** তুরী ও দুই সাক্ষী। **১২-১৪:** নাগ, সেই পশু, ভণ্ড ভাববাদী, যীশুকে অনুসরণ করার জন্য আঘাত বা শাস্তি পাওয়া, ছাপ এবং ধৈর্য। **১৫-১৬:** বাটি। **১৭-১৮:** বাবিল। **১৯:** খ্রীষ্টের দৃশ্যমান পুনরাগমন। **২০:** সহস্র বৎসর, চূড়ান্ত বিদ্রোহ ও

বিচার। ২১-২২: নূতন আকাশ, নূতন পৃথিবী, নূতন যিরূশালেম এবং অনন্ত পুনঃস্থাপন।

দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য পড়ার সময় আপনার বাইবেল খোলা রাখুন এবং সময় নিন। এই নির্দেশিকা মহাক্লেশের আগে (রেপচার), ভবিষ্যৎমুখী, সহস্র-বৎসরপূর্ব বোঝাপড়া অনুসরণ করে। বাইবেলের ভাববাণীর প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে খ্রীষ্টানরা একমত নন, তাই শাস্ত্রকেই আপনার ভিত্তি হতে দিন। এখানে রেপচারের কোনো তারিখ ঠিক করা হচ্ছে না।

মন ভারী লাগলে এখানে আসুন।

ভয়, দুশ্চিন্তা ও উৎসাহের জন্য বাইবেলের পদ

আপনাকে ভান করতে হবে না যে আপনি ভয় পাচ্ছেন না। আপনি কী অনুভব করছেন ঈশ্বর তা ইতিমধ্যে জানেন। ধীরে ধীরে পড়ুন। আজ হয়তো একটি পদই আপনার জন্য যথেষ্ট।

যখন ভয় আপনার চেয়ে বড় মনে হয়

ভয় মানুষের একটি অনুভূতি। একটি ভীত মুহূর্ত মানে এই নয় যে আপনি ঈশ্বরকে হতাশ করেছেন। ভয়কে সৎভাবে তাঁর কাছে আনুন।

গীতসংহিতা ৫৬:৩ (BOV)

“যে সময়ে আমি ভীত হই, আমি তোমাতে নির্ভর করি।”

যিশাইয় ৪১:১০ (BOV)

“ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে আছি; বিস্মিত হইও না, কেননা আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে বল দিব, আমি তোমার সহায়তা করিব, আমি আপন ধর্মময় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।”

গীতসংহিতা ৩৪:৪ (BOV)

“আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, আমার সকল ভয় হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন।”

যখন আপনি দুশ্চিন্তায় বা উদ্বেগে থাকেন

আপনি কী নিয়ে উদ্বেগ তা ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে বলতে পারেন। প্রার্থনা কোনো অভিনয় নয়। এটি এতটাই সহজ হতে পারে, “যীশু, আমি ভয় পাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য কর।”

ফিলিপীয় ৪:৬-৭ (BOV)

“কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না; কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাজ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের হৃদয় ও মন রক্ষা করিবে।”

১ পিতর ৫:৭ (BOV)

“তোমাদের সমস্ত ভাবনা তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও, কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।”

মথি ৬:৩৪ (BOV)

“অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কল্যকার ভাবনা কল্য ভাবিবে।”

যখন আপনি একা বোধ করেন

একাকিত্ব একটি কঠিন দিনকে আরও ভারী করে তুলতে পারে। শাস্ত্র বারবার মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের ত্যাগ করেন না।

ইব্রীয় ১৩:৫ (BOV)

“আমি তোমাকে কোন ক্রমে ছাড়িব না, ও তোমাকে কোন ক্রমে ত্যাগ করিব না।”

গীতসংহিতা ২৭:১০ (BOV)

“আমার পিতা ও মাতা আমাকে ত্যাগ করিলেও সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন।”

যোহন ১৪:১৮ (BOV)

“আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি।”

যখন আপনি ঘুমাতে পারেন না

আপনার মন যদি দৌড়াতেই থাকে, আজ রাতে আপনাকে পুরো জীবনের সমাধান করতে হবে না। শ্বাস নিন, সহজভাবে প্রার্থনা করুন, আর একটি পদই যথেষ্ট হোক।

গীতসংহিতা ৪:৮ (BOV)

“আমি শান্তিতে শয়ন করিব ও নিদ্রা যাইব, কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই একাকী আমাকে নিরাপদে বাস করাইতেছ।”

গীতসংহিতা ১২১:৪ (BOV)

“দেখ, যিনি ইস্রায়েলকে রক্ষা করেন, তিনি তন্দ্রা যান না, নিদ্রাও যান না।”

যখন আপনি কোনো ক্ষতির পর ব্যথিত

ক্ষতির পরের দুঃখ বিশ্বাসের অভাব নয়। যীশু নিজেও কেঁদেছিলেন। কাউকে মনে করা, কাঁদা এবং আপনার দুঃখ ঈশ্বরের কাছে আনার অনুমতি আপনার আছে।

যোহন ১১:৩৫ (BOV)

“যীশু রোদন করিলেন।”

গীতসংহিতা ৩৪:১৮ (BOV)

“যাহারা ভগ্নহৃদয়, সদাপ্রভু তাহাদের নিকটবর্তী; যাহারা চূর্ণমনা, তিনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন।”

প্রকাশিত বাক্য ২১:৪ (BOV)

“আর ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত অশ্রুজল মুছাইয়া দিবেন; আর মৃত্যু হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।”

যখন আপনি হতাশ বা ক্লান্ত বোধ করেন

মথি ১১:২৮ (BOV)

“হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।”

যিশাইয় ৪০:৩১ (BOV)

“কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা নূতন বল পাইবে; তাহারা ঈগল পক্ষীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উঠিবে; তাহারা দৌড়াইবে, ক্লান্ত হইবে না; তাহারা গমন করিবে, শ্রান্ত হইবে না।”

গীতসংহিতা ৪৬:১ (BOV)

“ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বল, সঙ্কটকালে নিকটস্থ সহায়।”

যখন আপনি কী করবেন বুঝতে পারেন না

বিশ্বস্ততার পরের ধাপটি নেওয়ার আগে পুরো রাস্তাটা দেখতে হবে না।

হিতোপদেশ ৩:৫-৬ (BOV)

“তুমি সমস্ত হৃদয়ের সহিত সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তোমার নিজ বুদ্ধিতে নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর, তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন।”

যাকোব ১:৫ (BOV)

“কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি জ্ঞানের অভাব থাকে, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাক্ষণ করুক; তিনি সকলকে অকাতরে ও তিরস্কার না করিয়া দিয়া থাকেন; তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।”

যখন আপনার শান্তি দরকার

যোহন ১৪:২৭ (BOV)

“শান্তি তোমাদের নিকটে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যে প্রকারে দান করে, আমি সেই প্রকারে দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্ভিগ্ন না হউক, ভীতও না হউক।”

গীতসংহিতা ২৩:৪ (BOV)

“যদিও আমি মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করি, তথাপি অমঙ্গলের ভয় করিব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক।”

যখন আপনার মনে রাখা দরকার যে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন

আপনার অনুভূতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে পারে। আজকের দিন সহজ মনে হচ্ছে কি না তা দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা মাপা যায় না।

রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ (BOV)

“কেননা আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু কি জীবন, দূতগণ কি আধিপত্য সকল, উপস্থিতি কি ভবিষ্যৎ বিষয় সকল, পরাক্রম কি উর্দ্ধ কি গভীর, অথবা অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত যে ঈশ্বরের প্রেম, তাহা হইতে আমাদের পৃথক করিতে পারিবে না।”

রোমীয় ৫:৮ (BOV)

“কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপনার প্রেম প্রকাশ করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত মরিলেন।”

সাধারণ প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলোর কোনোটি হয়তো আপনার মনে আছে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য এখানে ছোট ছোট উত্তর দেওয়া হলো।

ভয় পেলে আমি বাইবেলের কোন পদ পড়তে পারি?

গীতসংহিতা ৫৬:৩ বলে, “যে সময়ে আমি ভীত হই, আমি তোমাতে নির্ভর করি।” আপনি ভয়কে ঈশ্বরের কাছে লুকিয়ে না রেখে তাঁর কাছেই আনতে পারেন।

দুশ্চিন্তা হলে আমি কী প্রার্থনা করতে পারি?

আপনি খুব সহজভাবে প্রার্থনা করতে পারেন: “যীশু, আমি ভয় পাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমার কাছে থাক, পরিস্কার ভাবে চিন্তা করতে সাহায্য কর, আর পরের ধাপের জন্য আমাকে শান্তি দাও।”

ভয় পাওয়া মানে কি আমার বিশ্বাস দুর্বল?

না। বাইবেলের মানুষরাও ভয় পেয়েছিলেন। বিশ্বাস মানে হতে পারে ভয় পেতে থেকেও ঈশ্বরের দিকে ফেরা।

কথা খুঁজে না পেলে একটি সহজ প্রার্থনা

যীশু, আমি ভীত এবং ভারাক্রান্ত। কী ঘটছে এবং আমি কী অনুভব করছি তুমি তা আগেই জান। অনুগ্রহ করে আমার কাছে থাক। পরের ধাপের জন্য আমাকে সুবিবেচনা দাও, আজকের জন্য শক্তি দাও, আর এই মুহূর্তের জন্য শান্তি দাও। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য কর যে আমি প্রিয়, আর আমি তোমার সঙ্গে সৎভাবে কথা বলতে পারি। আমেন।

প্রার্থনাটি সত্য হতে আপনাকে তাৎক্ষণিক ভালো বোধ করতে হবে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকুন। একদিন করে, আর কখনো কখনো এক ঘণ্টা করে, এগিয়ে যান।

আরও সান্ত্বনা দরকার? সান্ত্বনা ও উপাসনা পাতায় আরও শাস্ত্রবাক্য, স্তবগান ও অফলাইন উপাসনার সাহায্য আছে।

সান্ত্বনা ও উপাসনাকীভাবে প্রার্থনা করবেন সাহায্য অফলাইনে সংরক্ষণ করুন

যখন আপনি ভীত, কোনো ক্ষতির পর ব্যথিত, বা একা

ভয়, ক্ষতির পরের দুঃখ, একাকিত্ব, বিভ্রান্তি ও কঠিন দিনের জন্য শাস্ত্রবাক্য ও উপাসনার পরামর্শ।

এখন আপনি যা অনুভব করছেন তার জন্য কি শাস্ত্রবাক্য দরকার?

আমরা সহজে খুঁজে পাওয়ার মতো একটি পাতা বানিয়েছি, যেখানে ভয়, দুশ্চিন্তা, একাকিত্ব, নিঘুম রাত, ক্ষতির পরের দুঃখ, হতাশা, কঠিন সিদ্ধান্ত, শান্তি, এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা মনে করার জন্য পদগুলো সম্পূর্ণ আকারে আছে।

ভয়, দুশ্চিন্তা ও উৎসাহের পাতা খুলুন →

আর কী করবেন বুঝতে না পারলে, ঈশ্বরের উপাসনা করুন

এগুলো এমন গান, যা সম্ভব হলে আমি আপনার পাশে বসে আপনার সঙ্গে শুনতে চাইতাম।

এমন সময় আসতে পারে যখন কী প্রার্থনা করবেন বুঝতে পারবেন না। হয়তো আপনি ভীত, ক্লান্ত, কোনো ক্ষতির পর ব্যথিত, বা শুধু চাপে ভারাক্রান্ত। তখন এই স্তবগানগুলো আপনার হৃদয়কে যীশুর দিকে ফেরাতে সাহায্য করুক। পারলে গান করুন। কান্না পেলে কাঁদুন। তাঁর কাছে আসার আগে আপনাকে শক্ত হতে হবে না।

প্রয়োজনের আগেই উপাসনার সংগ্রহটি সংরক্ষণ করে রাখুন। ইন্টারনেট থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ উপাসনা সংগ্রহটি ডাউনলোড করুন। একটি কপি আপনার ফোনে বা কম্পিউটারে এবং আরেকটি কপি আপনার ৬৪ GB USB ড্রাইভে রাখুন, যাতে ইন্টারনেট ছাড়াও উৎসাহের দরকারে শুনতে পারেন।

অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ: Amazing Grace — How Sweet the Sound; Just As I Am, without One Plea; Rock of Ages, Cleft for Me; To God Be the Glory.

যখন একজন বন্ধু দরকার: What a Friend We Have in Jesus; I Am Trusting You, Lord Jesus.

যখন সান্ত্বনা দরকার: There Is a Balm in Gilead; Beautiful Savior.

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান ও আশা: I Know that My Redeemer Lives.

যখন ঈশ্বরের প্রশংসা করতে চান: Praise God, from Whom All Blessings Flow; We Praise You, O God, Our Redeemer.

উপাসনা লাইব্রেরি খুলুন

সম্পূর্ণ অফলাইন উপাসনা সংগ্রহ ডাউনলোড করুন (~৬৫ MB)

ভয়, দুশ্চিন্তা, ক্ষতির পর ব্যথা বা একাকিত্বের সময় আমি বাইবেলের কোন পদগুলো পড়তে পারি?

ভীত হলে: গীতসংহিতা ২৩; গীতসংহিতা ৪৬; যিশাইয় ৪১:১০; যোহন ১৪:১-৩।

একা বা পরিত্যক্ত মনে হলে: ইব্রীয় ১৩:৫-৬; গীতসংহিতা ২৭:১০; রোমীয় ৮:৩৮-৩৯।

কোনো ক্ষতির পর ব্যথিত হলে: যোহন ১১:২৫-২৬; ১ থিমলনীকীয় ৪:১৩-১৮; প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৫।

চাপে ভারাক্রান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে: ফিলিপীয় ৪:৬-৭; মথি ৬:২৫-৩৪; ১ পিতর ৫:৭।

অপরাধবোধ হলে বা ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না বলে ভয় পেলে: রোমীয় ৫:৮; রোমীয় ৮:১; ১ যোহন ১:৯; যোহন ৬:৩৭।

দুর্বল বা হতাশ হলে: যিশাইয় ৪০:২৮-৩১; ২ করিন্থীয় ১২:৯; গীতসংহিতা ১২১।

যীশুকে অনুসরণ করার জন্য আঘাত, শাস্তি বা মৃত্যুর মুখোমুখি হলে: প্রকাশিত বাক্য ১২:১১; প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২-১৩; রোমীয় ৮:৩৫-৩৯।

প্রতারণায় বিভ্রান্ত হলে: মথি ২৪:৪, ২৪; ১ যোহন ৪:১; ২ থিমলনীকীয় ২; প্রকাশিত বাক্য ১৩।

শেষে কী হয় তা মনে রাখা দরকার হলে: প্রকাশিত বাক্য ১৯-২২। যীশু খ্রীষ্ট জয়ী হন। মন্দ পরাজিত হয়। ঈশ্বর সবকিছু নতুন করেন।

আপনার চারপাশের সবকিছু বদলে গেলেও ঈশ্বর বদলান না

আপনার পরিস্থিতি ও অনুভূতি বদলাতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত থাকেন। “যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যিনি সেইই।” — ইব্রীয় ১৩:৮ (BOV) আপনি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে বলে মনে করেন, তবু তাঁর দিকে ফিরতে পারেন। তাঁর স্বভাব বদলায়নি, আর আপনি এখনও তাঁকে ডাকতে পারেন।

টিকে থাকা ও জরুরি পরিকল্পনা

তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা, খাবার, জরুরি সরঞ্জাম, পানি, ওষুধ, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, যোগাযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি জরুরি পরিকল্পনার জন্য বাস্তব টিকে থাকার সাহায্য।

বড় সংকটে টিকে থাকা ও জরুরি পরিকল্পনা

ভালো জরুরি পরিকল্পনা শুরু হয় মৌলিক বিষয় দিয়ে: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, পরিষ্কার পানি, খাবার, প্রয়োজনীয় ওষুধ, স্যানিটেশন, যোগাযোগ, আশ্রয় এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য। এই টিকে থাকার অংশটি এমনভাবে তৈরি, যাতে আপনি গুজব বা ভয়ে সাড়া না দিয়ে শান্তভাবে এই অগ্রাধিকারগুলো ভাবতে পারেন।

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের জন্য জরুরি নির্দেশিকা ব্যবহার করুন, তারপর ধীরে ধীরে বাস্তব সরবরাহ ও একটি অফলাইন তথ্য-লাইব্রেরি গড়ে তুলুন। এটি সাধারণ পরিকল্পনার তথ্য; যখন পাওয়া যায়, বর্তমান জরুরি কর্তৃপক্ষ ও যোগ্য চিকিৎসা পেশাদারদের নির্দেশনা মেনে চলুন।

সমাজ সংকটে পড়লে আমার কী করা উচিত?

নতুন: জরুরি অবস্থায় এখান থেকে শুরু নির্দেশিকা

তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকারের জন্য ধাপে ধাপে জরুরি পাতাটি ব্যবহার করুন: নিরাপত্তা, পানি, ওষুধ, স্যানিটেশন, খাবার, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং অফলাইন তথ্য।

জরুরি নির্দেশিকা খুলুনজরুরি PDF ডাউনলোড করুন

শান্ত থাকুন এবং দুর্বল মানুষদের সাহায্য করুন। শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, এবং যে কেউ আহত বা একা, তাদের সাহায্য করুন।

মৌলিক বিষয়কে অগ্রাধিকার দিন। নিরাপদ পানীয় জল, আশ্রয়, প্রয়োজনীয় ওষুধ, স্যানিটেশন, খাবার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও যোগাযোগ আগে আসে।

তথ্য অফলাইনে রাখুন। এই নির্দেশিকা ছাপুন। একটি ছাপা বাইবেল রাখুন। PDF-টি একাধিক USB ড্রাইভ বা অফলাইন ডিভাইসে সংরক্ষণ করুন।

আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করুন। অনলাইন কার্যকলাপ সবসময় ব্যক্তিগত থাকে না। ব্যক্তিগত তথ্য সাবধানে শেয়ার করুন। আপনার সঠিক অবস্থান, সরবরাহ, পাসওয়ার্ড বা দুর্বল মানুষদের তথ্য প্রকাশ্যে পোস্ট করবেন না।

একটি বিশ্বস্ত সম্প্রদায় গড়ুন। বিজ্ঞতার সঙ্গে ভাগ করুন, অন্যদের সাহায্য করুন, এবং ভীত মানুষদের শোষণ করবেন না।

শান্ত পড়তে থাকুন। প্রার্থনা করুন, অন্যদের সাহায্য করুন এবং যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন।

কী খাবার ও প্রয়োজনীয় সরবরাহ আমার জমিয়ে রাখা উচিত?

যেসব খাবার আপনি ইতিমধ্যে খান এবং নিরাপদে জমিয়ে রাখতে পারেন, তার উপর ভিত্তি করে গড়ুন: সাদা চাল, শুকনো ডাল বা শিম, ওটস, শুকনো পাস্তা, গম, গুঁড়া দুধ, চিনি, লবণ, মধু, টিনের মাংস বা মাছ, টিনের ডাল, সবজি ও ফল, বাদামের মাখন, দীর্ঘদিন টেকে এমন চর্বি, বুইয়ঁ, শুকনো সুপ, মশলা, চা ও কফি। প্যাকেটের তারিখ ও অবস্থা অনুযায়ী খাবার ঘুরিয়ে ব্যবহার করুন। ফুলে ওঠা, টুইয়ে পড়া, খুব মরচে ধরা বা ক্ষতিগ্রস্ত টিন থেকে কখনো খাবেন না।

প্রয়োজনীয় সরবরাহের মধ্যে আছে নিরাপদ জমানো পানি, বিকল্প পদ্ধতিসহ পানীয় জলের ফিল্টার বা বিশুদ্ধকরণ, হাতে-চালানো ক্যান-খোলার যন্ত্র, বিদ্যুৎহীন রান্নার সরঞ্জাম, প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী, বৈধ ব্যক্তিগত ওষুধ, স্বাস্থ্যবিধির সামগ্রী, মজবুত ময়লার ব্যাগ, গ্লাভস, মৌলিক হাতিয়ার, ডাস্ট টেপ, দড়ি, ত্রিপল, কস্মল, আবহাওয়ার উপযোগী পোশাক, কাগজের মানচিত্র, ছাপা নির্দেশনা, খাতা, গুরুত্বপূর্ণ নথির কপি, এবং আপনার জলবায়ুর উপযোগী বাগানের বীজ।

বিজ্ঞতার সঙ্গে জমান: সরবরাহ ঠান্ডা, শুকনো, পরিষ্কার, অন্ধকার এবং পোকামাকড় থেকে সুরক্ষিত রাখুন। জরুরি সরবরাহ ভাগ করে রাখুন, যাতে একটি ফুটো, আগুন, চুরি বা পোকার সমস্যা সবকিছু নষ্ট করতে না পারে। আপনার সঠিক অবস্থান বা মজুত প্রকাশ্যে জানাবেন না।

জরুরি পরিকল্পনা ও টিকে থাকা

যদি কোনো বড় অন্তর্ধান বা ব্যাপক সংকট ঘটে থাকে, প্রথমে তাৎক্ষণিক বিপদ সামলান—তারপর থামুন, কী ঘটেছে যাচাই করুন, এবং যীশুর দিকে ফিরুন।

জরুরি নির্দেশিকা ডাউনলোড / প্রিন্ট করুন যীশুর সঙ্গে পরিচয়

আপনি যদি এখন ভীত হন

একবারে সবকিছু পড়তে হবে না। ভয় বা দুশ্চিন্তা যদি চিন্তা করা কঠিন করে তোলে, তাহলে কয়েকটি ছোট শাস্ত্রবাক্য ও একটি সহজ প্রার্থনা দিয়ে শুরু করুন।

ভয় ও দুশ্চিন্তার জন্য বাইবেলের পদ →

গুজবের ভিত্তিতে জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত নেবেন না।

যখন পাওয়া যায়, নির্ভরযোগ্য জরুরি নির্দেশনা মেনে চলুন। এই পাতা সাধারণ পরিকল্পনার তথ্য, জরুরি সেবা বা চিকিৎসার বিকল্প নয়।

এখনই এটি অফলাইনে সংরক্ষণ করুন।

কাগজের একটি কপি, ছাপা বাইবেল এবং এই নির্দেশিকার একটি অফলাইন কপি রাখুন। একটি ওয়েবসাইট বা একটি ডিভাইসের উপর নির্ভর করবেন না।

প্রথম ১০ মিনিটে আমার কী করা উচিত?

১. তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে সরে যান: আগুন, ক্ষতিগ্রস্ত দালান, সহিংসতা, বন্যার পানি, ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তার, গ্যাস লিক বা যানবাহনের ঝুঁকি।
২. নিজের এবং সঙ্গে মানুষদের গুরুতর আঘাত আছে কি না দেখুন। জরুরি সেবা চালু থাকলে ও প্রয়োজন হলে তাদের ডাকুন।
৩. শিশু ও দুর্বল মানুষদের একজন বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে রাখুন।
৪. শুধু উত্তর খুঁজতে ভিড় বা বিপজ্জনক এলাকার দিকে ছুটবেন না।
৫. আসলে কী ঘটেছে তা জানতে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যবহার করুন। সংকটের সময় গুজব ও ভুয়া তথ্য ছড়াবে বলে ধরে নিন।

যীশুকে দিয়ে শুরু করুন

সংকট বাইবেলের ভাববাণীকে জরুরি মনে করাতে পারে, কিন্তু সময়সূচি মেলানোর চেয়ে পরিত্রাণ পাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুসমাচার হলো সুখবর যে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন, কবরপ্রাপ্ত হলেন, এবং আবার উঠলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)। পরিত্রাণ ঈশ্বরের দান, ভালো কাজ দিয়ে উপার্জন করার বিষয় নয় (ইফিষীয় ২:৮-৯)। রোমীয় ১০:১৩ বলে, “কেমনা যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।”

কী প্রার্থনা করবেন না জানলে: ঈশ্বরের সঙ্গে সৎভাবে কথা বলুন। আপনার পাপ ও ত্রাণকর্তার প্রয়োজন স্বীকার করুন। নিজের ভালোত্বের উপর নয়, যীশু খ্রীষ্টের উপর—তঁার মৃত্যু ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের উপর—ভরসা রাখুন। তারপর যোহনের সুসমাচার পড়া শুরু করুন।

টিকে থাকার অগ্রাধিকার ও জরুরি পরিকল্পনা

১. নিরাপত্তা ও আশ্রয়

তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে বেরিয়ে আসুন। বিপদের ধরন অনুযায়ী কাঠামোগতভাবে নিরাপদ একটি জায়গা বেছে নিন। সরকারি সরে যাওয়া বা আশ্রয়ের নির্দেশনা পাওয়া গেলে তা মেনে চলুন।

২. নিরাপদ পানি

সম্ভব হলে বোতলের পানি ব্যবহার করুন। পানিতে জীবাণু থাকতে পারে মনে হলে ফুটানোই সবচেয়ে ভালো উপায়: স্বচ্ছ পানি ১ মিনিট টগবগ করে ফুটতে দিন, আর ২,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় ৩ মিনিট। ঠান্ডা হতে দিন এবং পরিক্ষার ঢাকনাওয়ালা পাত্রে রাখুন।

সতর্কতা: জ্বালানি, বিষাক্ত রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় পদার্থে দূষিত পানি ফুটিয়ে বা সাধারণ জীবাণুমুক্ত করে নিরাপদ করা যায় না।

৩. ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রয়োজনীয় ওষুধ, চিকিৎসা-সরঞ্জামের সামগ্রী, লেখা ওষুধের তালিকা, অ্যালার্জি ও জরুরি যোগাযোগের নম্বর একসঙ্গে রাখুন। গুরুতর রক্তক্ষরণ, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, গুরুতর পোড়া, বিষক্রিয়া, বড় আঘাত বা জ্ঞান হারানোর ক্ষেত্রে সম্ভব হলে পেশাদার জরুরি চিকিৎসা দরকার।

৪. স্বাস্থ্যবিধি

পান ও রান্নার জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন। ঘন ঘন হাত ধুন। মানুষের বর্জ্য পানি ও খাবার থেকে দূরে রাখুন। স্বাভাবিক বর্জ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে ময়লার ব্যাগ ও বাঁধার ফিতা ব্যবহার করুন, এবং স্থানীয় জনস্বাস্থ্য নির্দেশনা পাওয়া গেলে তা মানুন।

৫. খাবার

ফ্রিজ কাজ করবে কি না নিশ্চিত না হলে আগে এমন খাবার খান যা দীর্ঘদিন ভালো থাকে। বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্রিজ ও ফ্রিজারের দরজা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখুন। খাবার নিরাপদ কি না সন্দেহ হলে গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি না নিয়ে তা ফেলে দিন।

৬. বিদ্যুৎ ও আগুনের নিরাপত্তা

টর্চলাইট বা ব্যাটারির আলো ব্যবহার করুন। ঘর, গ্যারেজ বা অন্য কোনো বন্ধ জায়গার ভিতরে কখনো জেনারেটর, গ্রিল বা জ্বালানিচালিত ক্যাম্পের সরঞ্জাম চালাবেন না। কার্বন মনোক্সাইড কোনো সতর্কতা ছাড়াই মেরে ফেলতে পারে।

৭. যোগাযোগ

সম্ভব হলে ব্যাটারি বা হাতে-ঘোরানো রেডিও রাখুন। গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বর ও মিলিত হওয়ার জায়গা কাগজে লিখে রাখুন। ফোনের চার্জ বাঁচান, আর নেটওয়ার্কে চাপ থাকলে টেক্সট মেসেজ ব্যবহার করুন।

৮. দুর্বল মানুষ

শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন, চিকিৎসা-যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, সংবেদনশীল প্রয়োজনের মানুষ এবং পোষা প্রাণীদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা করুন। কখনো ধরে নেবেন না যে অন্য কেউ ইতিমধ্যে তাদের খোঁজ নিয়েছে।

নিরাপদ পানি কীভাবে খুঁজব ও জমিয়ে রাখব?

জীবাণু ও রাসায়নিক আলাদা সমস্যা। রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু মারতে ফুটানো চমৎকার, কিন্তু এতে ক্ষতিকর রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় দূষণ দূর হয় না। রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় দূষণের সন্দেহ হলে অন্য একটি নিরাপদ পানির উৎস ব্যবহার করুন এবং জনস্বাস্থ্য নির্দেশনা মানুন।

আগে থেকে জমানোর জন্য CDC প্রস্তাব করে, প্রতিদিন প্রতিজনের জন্য অন্তত ৪ লিটার (১ গ্যালন) পানি, অন্তত ৩ দিনের জন্য; সম্ভব হলে আরও বেশি, এবং অসুস্থতা, গর্ভাবস্থা, গরম ও পোষা প্রাণীর জন্য অতিরিক্ত।

এই কাজগুলো করবেন না

- শুধু স্বচ্ছ দেখাচ্ছে বলে সন্দেহজনক পানি পান করবেন না।
- ঘরের ভিতরে জেনারেটর, কয়লার গ্রিল বা জ্বালানিচালিত চুলা ব্যবহার করবেন না।
- ফ্রিজ কাজ না করার কারণে অনিরাপদ হয়ে যাওয়া খাবার খাবেন না।
- পণ্যের নির্দেশনায় স্পষ্ট করে না বলা থাকলে পরিষ্কারের রাসায়নিক মেশাবেন না।
- আপনার সঠিক অবস্থান, পাসওয়ার্ড, মূল্যবান সরবরাহ বা দুর্বল মানুষদের তথ্য প্রকাশ্যে পোস্ট করবেন না।
- যোগ্য চিকিৎসা বা প্রামাণিক নির্দেশনা পাওয়া গেলে নামহীন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ভিত্তিতে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেবেন না।
- যে নিজেকে খ্রীষ্ট বলে দাবি করে, ভয়ের কারণে তার অনুসারী হবেন না। আত্মিক দাবিগুলো শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

মহাক্লেশের সময় সম্পর্কে বাইবেলের সতর্কবাণী

এই সাইটে ব্যবহৃত ভবিষ্যৎমুখী খ্রীষ্টীয় বোঝাপড়া অনুযায়ী, প্রকাশিত বাক্য সেই পশু, ভণ্ড ভাববাদী, প্রতারণা, উপাসনা এবং ছাপ সম্পর্কে সতর্ক করে (প্রকাশিত বাক্য ১৩-১৪)। বাইবেলের সতর্কবাণী আত্মিক আনুগত্য নিয়ে—এটি এমন কারণ নয় যে আশপাশের বাইবেলীয় চিহ্ন ছাড়াই প্রতিটি নতুন প্রযুক্তি, অর্থ-পরিশোধ ব্যবস্থা, পরিচয়পত্র, টিকা বা রাজনৈতিক নেতাকে সেই ছাপ বলে চিহ্নিত করবেন।

যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। প্রকাশিত বাক্য ১৩:৭-১৮ এবং প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১২ নিজে পড়ুন। সেই পশু বা তার মূর্তির উপাসনা করবেন না, এবং সেখানে বর্ণিত ছাপ গ্রহণ করবেন না।

একটি অফলাইন লাইব্রেরি গড়ে তুলুন

এগুলো এমন জায়গায় রাখুন যেখানে ইন্টারনেট ছাড়াই পৌঁছানো যায়:

- একটি ছাপা বাইবেল।
- মূল Millions Missing? নির্দেশিকা।
- এই জরুরি নির্দেশিকা।
- ওষুধের তালিকা, জরুরি যোগাযোগ, গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা এবং পরিবারের মিলিত হওয়ার পরিকল্পনার কাগজের কপি।
- একাধিক USB ড্রাইভ বা ডিভাইসে অফলাইন কপি।

জরুরি PDFমূল বাইবেল নির্দেশিকা PDF

এই নির্দেশিকা কী বলতে পারে এবং কী পারে না

এই সাইট মহাক্লেশের আগে (রেপচার) ঘটবে এমন একটি খ্রীষ্টীয় বোঝাপড়া তুলে ধরে, কিন্তু রেপচারের কোনো তারিখ ঠিক করে না এবং দাবি করে না যে প্রতিটি সংকট প্রকাশিত বাক্যের পূর্ণতা। ঘটনাগুলো সতর্কভাবে যাচাই করুন। বাইবেলের দাবির ক্ষেত্রে শাস্ত্রই কর্তৃত্ব; প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ও চিকিৎসার সিদ্ধান্তে, যখন পাওয়া যায়, জরুরি সংস্থা ও যোগ্য পেশাদারদের নির্দেশনা মানা উচিত।

জরুরি নির্দেশনা মার্কিন CDC এবং FEMA/Ready.gov-এর পরিকল্পনা নির্দেশনা থেকে সংক্ষেপে নেওয়া। প্রযুক্তিগত সুপারিশ বদলাতে পারে; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বর্তমান নির্দেশনা পাওয়া গেলে তা মেনে চলুন।

Millions Missing? হোমে ফিরে যান

অনুলিপি করা বিনামূল্যে • ছাপা বিনামূল্যে • শেয়ার করা বিনামূল্যে • কৃতিত্ব উল্লেখ আবশ্যিক নয়

MillionsMissingGuide.org

English · Español · Português · Français · العربية · हिन्दी · Русский · Deutsch · Bahasa
Indonesia · 简体中文 · Kiswahili · Filipino · فارسی · Українська · اردو · 한국어 · Tiếng Việt ·
Türkçe